লেখা ও ছবি : উইলেম ডে ভিঙ্ক

হযরত ঈসা মসীহ

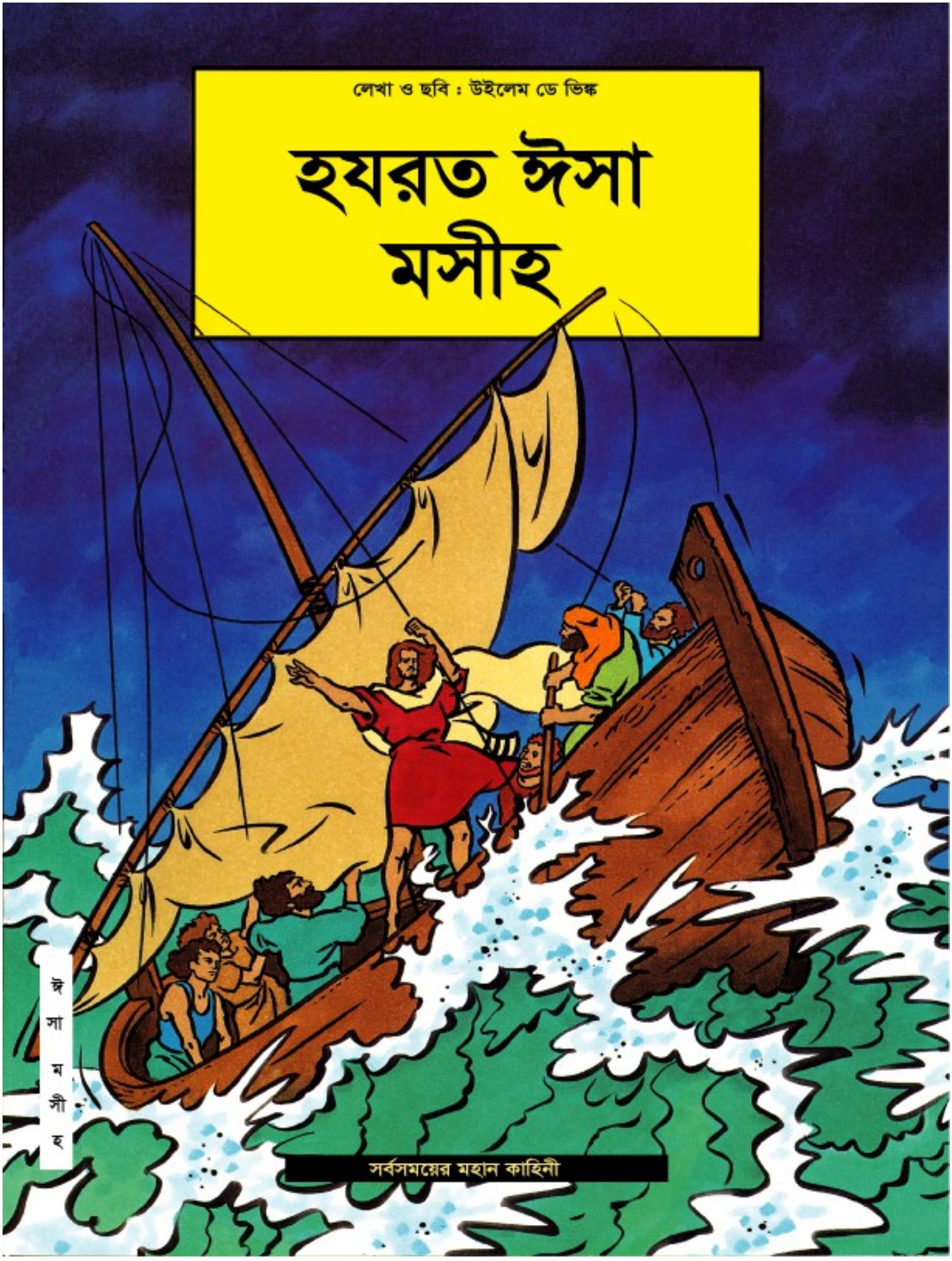

ঈ সা ম সী হ

সর্বসময়ের মহান কাহিনী

হযরত ঈসা এবং আপনি

হযরত ঈসা মসীহের ঘটনা একটি চলমান সমাপ্তি। তিনি অনেক লোকে একজন মহান বন্ধু তখনও ছিলেন এবং এখনও আছেন। এই পৃথিবী পরিবর্তন হয়েছে। অনেক লোক এখন আর গাধায় চড়ে না অথবা ঘোড়ায় চড়ে না, তবে তারা গাড়িতে বা উড়োজাহাজে চড়ে। কিন্তু এ সমস্ত হযরত ঈসার কাছে কোন পার্থক্য বহন করে না। যখন তিনি ইস্রায়েলের মধ্যে হেঁঠেছেন তেমনি এখন আমাদের সাথে আছেন। হয়ত তিনি এখন অদৃশ্য, কিন্তু তিনি এখন বাস্তব। আজকেও তিনি আপনার বন্ধু হতে চান।

আপনি তাঁর কথা শুনতে পারেন এবং তাঁকে ভালবাসতে পারেন।

আপনি হযরত ঈসা এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে চান? তাহলে আপনি নীচের বিষয়গুলো অনুসরণ করুন:

১. আপনি নিজে ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করা শুরু করুন (উদাহরণ স্বরুপ আপনি লূক লিখিত খণ্ড পাঠ করা শুরু করুন)।

২. প্রার্থনা করা শুরু করুন।
(খোদার সাথে কথা বলুন এবং তাঁর কথা শুনুন – আপনার কোন বিশষে শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।)

৩. অন্যের সাথে হযরত ঈসা ও ইঞ্জিল শরীফ সম্পর্কে কথা বলুন। হযরত ঈসা মসীহ চান যেন তাঁর অনুসারীরা একত্রে মিলিত হয় এবং তারা পরস্পর থেকে তাঁর বিষয়ে আরো শিখে।

বাংলায় অনুবাদ: পাষ্টর আবদুল মাবুদ চৌধুরী
প্রকাশক: আইজেবি পাবলিকেশন
মুদ্রণ: আইজেবি প্রিন্টার্স

Text and illustrations: Willem de Vink.
Copyright © 1993 Stichting Wereldtaal, Houten, The Netherlands.
Published in Dutch as "Jezus Messias". Edition in Bangla(M) © 2014 ISBN: 978-984-33-6708-2
Digital copyright under the terms of the Creative commons BY-SA licence.
All rights of translation, reproduction and adaptation reserved for all countries.
Worldwide co-edition organised and produced by:
Wycliffe Netherlands, Postbus 150, 3970 AD Driebergen, The Netherlands
+31(343)517444, www.wycliffe.nl, e-mail : jm_picturebook_coordinator@wycliffe.org

মসীহ ঈসা কে ?

ঈসা প্রায় দুই হাজার বছর আগে ইস্রায়েলে থাকতেন। আমরা তাঁকে ঈসা মসীহ বা ঈসা রুহুল্লাহ বলে ডাকতাম। এর মানে হলো তিনি রাজা। তিনি কেবলমাত্র রাজা নন, তাঁকে খোদার পুত্র বলেও সম্বোধন করা হতো। এবং মনুষ্যপুত্র বলেও সম্বোধন করা হতো। এর অর্থ হলো তিনি খোদা থেকে আগত এবং মানুষ থেকেও আগত। হযরত ঈসার জীবন কাহিনী ইঞ্জিল শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে। ইহা সর্ব সময়ের এক মহান কাহিনী।

হযরত ঈসার সময়কাল

হযরত ঈসার জন্ম থেকে আমাদের সাল গণনা শুরু হয়েছে । সেই সময় মানুষ পায়ে হেঁটে, গাধা, উট, ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়াত। ইউরোপের অধিকাংশ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা রোমান সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল। ইস্রায়েলের ইহুদীগণ ছাড়া তেমন কেউ লিখতে পড়তে পারতো না। ইহুদীগণকে কিতাবী মানুষ হিসেবে ডাকা হতো। কিতাবের মাধ্যমে খোদা কথা বলেন। তিনিই বিদ্যমান সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল মানুষের বন্ধু হতে চান। হযরত ঈসা বিষয়টি আরো পরিস্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঈসার সময়কালীন ইস্রায়েল

রাজধানী ঃ যিরুশালেম

প্রদেশসমূহ ঃ গালিল, শমরিয়, যিহুদিয়া

আয়তন ঃ প্রায় ২৮০০০ বর্গ কিলোমিটার (১০৮১০ বর্গমাইল)

জয়বায়ু ঃ প্রায় গ্রীষ্মমন্ডলীয়

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ ৬৩ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ইস্রায়েল রোমীয় শাসনের অধীনে ছিল ।

সরকার ঃ রোমীয় শাসক পন্তিয় পিলাত ইস্রায়েলের শাসনকর্তা ছিলেন। রোমীয় সম্রাট টিবারিয়াস তার উপরে রাজত্ব করতেন।

ধর্ম ঃ ইহুদী ধর্ম । যিরুশালেমে ইহুদীদের একটি এবাদতখানা ছিল। সেখানে ইমামেরা সকল ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষকগণ (যেমন ফরিশীরা) ধর্মগ্রন্থ তৌরাত, যবুর ও নবীদের কিতাব থেকে মানুষদের উপদেশ-নির্দেশ দিতেন।

ভাষা ঃ হিব্রু ভাষা (ইহুদীদের ভাষা)। গ্রীক ভাষা (আর্ন্তজাতিক ভাবে ব্যবহৃত ভাষা)। লাতিন ভাষা (রোমীয়দের ভাষা)

কেন এই লোকগুলো নদীর কাছে জড়ো হচ্ছে?

নিজেকে তৈরী করো,
খোদার রাজত্ব আসছে !

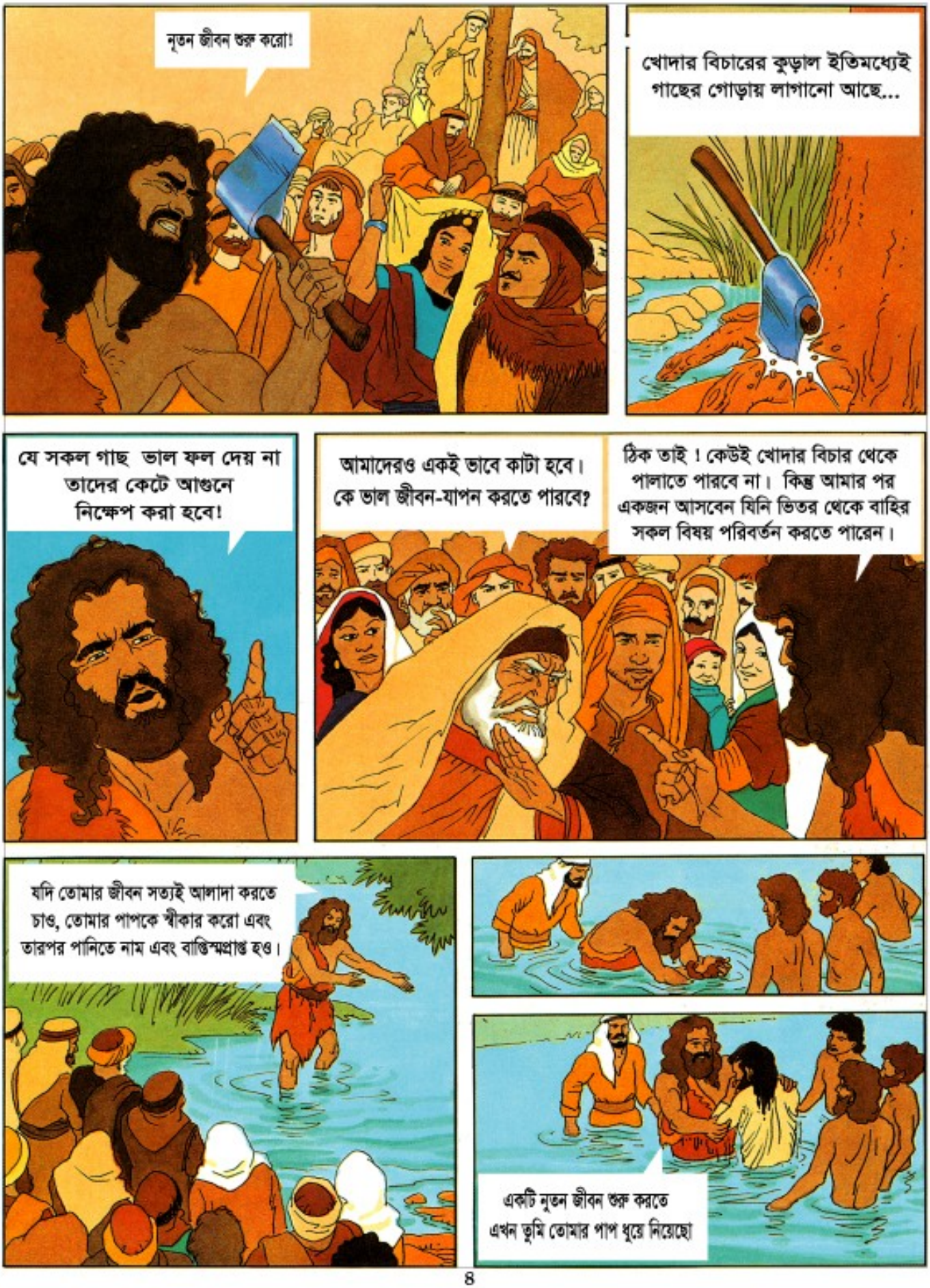
নূতন জীবন শুরু করো!
খোদার বিচারের কুড়াল ইতিমধ্যেই গাছের গোড়ায় লাগানো আছে...
যে সকল গাছ ভাল ফল দেয় না তাদের কেটে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে!
আমাদেরও একই ভাবে কাটা হবে। কে ভাল জীবন-যাপন করতে পারবে?
ঠিক তাই ! কেউই খোদার বিচার থেকে পালাতে পারবে না। কিন্তু আমার পর একজন আসবেন যিনি ভিতর থেকে বাহির সকল বিষয় পরিবর্তন করতে পারেন।
যদি তোমার জীবন সত্যই আলাদা করতে চাও, তোমার পাপকে স্বীকার করো এবং তারপর পানিতে নাম এবং বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হও।
একটি নূতন জীবন শুরু করতে এখন তুমি তোমার পাপ ধুয়ে নিয়েছো

নদীর পারের ধর্মগুরু ইয়াহিয়া নবীকে প্রত্যেকেই ডাকলো ....

আমি গুরুত্বপূর্ণ নই। আমি পথ তৈরি করছি তাঁর জন্য যিনি খোদা কে, তা আমাদের দেখাবেন। তিনি তোমাকে খোদার রূহে বাপ্তিস্ম দিবেন। যা তোমাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেবেন।

এবং তারপর

আমার .... আমার আপনার দ্বারাই বাপ্তিস্ম নেয়া উচিত।

এখন এভাবেই কর। তারপর খোদা যা চান তা-ই আমরা করবো।

পিতঃ তোমার রাজত্ব আসতে পারে এবং তোমার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

তারপর বেহেস্ত থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এসে বললো....

হ্যাঁ, তুমি আমার প্রিয় পুত্র। আমি তোমাকে ভালবাসি এবং আমি তোমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট।

এটা আমাদের যুগের শুরু যখন ইয়াহিয়া নবী ইস্রায়েল জাতিকে মসীহের আসার জন্য প্রস্তুত করছেন। সেই সময় ইস্রায়েল ছিল বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের একটি ছোট অংশ মাত্র।

ইস্রায়েল
কফরনাহুম
গালিল
নাসরত
কনান
জর্ডন
যিরূশালেম
ইহুদিয়া

ইস্রায়েলে ইহুদিরা নিজেদের অসহায় এবং অত্যাচারিত মনে করতো। তাই লোকেরা মসীহ কখন আসবেন সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তিনিই ছিলেন উদ্ধারকর্তা, যাঁর আসার ভবিষ্যৎবাণী প্রাচীন ইহুদী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মসীহ খোদার ন্যায্যতার সফল বাস্তবায়ন করবেন।

ইয়াহিয়া নবী জর্ডন নদীর পারে হযরত ঈসাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দেখ! ওখানে খোদার মেষশাবক, যিনি পৃথিবীর সমস্ত পাপ দূর করবেন।

তাঁর বাপ্তিস্মের পর, খোদার রূহ ঈসাকে মরুভূমির দিকে নিয়ে গেলেন।

তিনি সেখানে ৪০ দিন ও রাত্রি কাটালেন। তিনি যখন সেখানে ছিলেন তখন তিনি কিছুই খাননি ও পান করেননি। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর আসল কাজ কি তা পরিস্কারভাবে জানতে চেয়েছেন।

ঈসা অন্ধকারের অধিপতি শয়তানের মুখোমুখি হলেন, যে মৃত্যুও ক্ষয়ের দ্বারা পৃথিবীকে শাসন করছে।

ঈসাকে সফল হতে হলে, পৃথিবীতে তাঁকে তা-ই করতে হবে যা খোদার ইচ্ছা। আর খোদার পরিকল্পনা হলো, যেন পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পায়।

হ্যাঁ, পিতঃ তুমি যা চাও, আমি তা-ই করবো।

কিন্তু শয়তান ঈসার বিরোধী, খোদার ইচ্ছা সফল করতে সর্বদাই ঈসাকে বাধা দিচ্ছে।

যদি তুমি খোদার পুত্র হও, তাহলে এই পাথরকে রুটি করে দেখাও !

না! কিতাবে এই কথা লেখা আছে : মানুষ শুধু রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু খোদার কালামেরও প্রয়োজন আছে।

যদি তুমি সত্যই খোদার পুত্র হও, তাহলে এবাদতখানার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে প্রমাণ করে দেখাও। ইহা কি লিখিত নেই যে, ফেরেস্তারা তোমাকে বহন করবে?

এটাও লেখা আছে, খোদাকে পরীক্ষা করো না।

যদি তুমি আমাকে সেজদা করো এবং আমার এবাদত করো, আমি তোমাকে পৃথিবীর সকল ক্ষমতা দান করবো।

দূর হও শয়তান ! ইহাও লেখা আছে, খোদা একজন, তিনিই শুধুমাত্র এবাদত ও সেবা পাবেন।

আর তখন শয়তান ঈসাকে একাকী ছেড়ে চলে গেল। ফেরেস্তাগণ তাঁর সেবা করতে আসলেন।

যখন ঈসা গালীলে ফিরে গেলেন, তখন তিনি পাক-রূহে পরিপূর্ণ ছিলেন। ঈসা বেড়ে উঠলেন উত্তর ইস্রায়েলে এক জনবসতিপূর্ণ প্রদেশে। যখন তিনি পথ চলতেন, তখন অনেকে তাঁর সাথে যোগ দিতেন। তারা জানতে উদগ্রীব ঈসা কি সেই মসীহ যার সম্পর্কে নবীরা লিখেছেন।

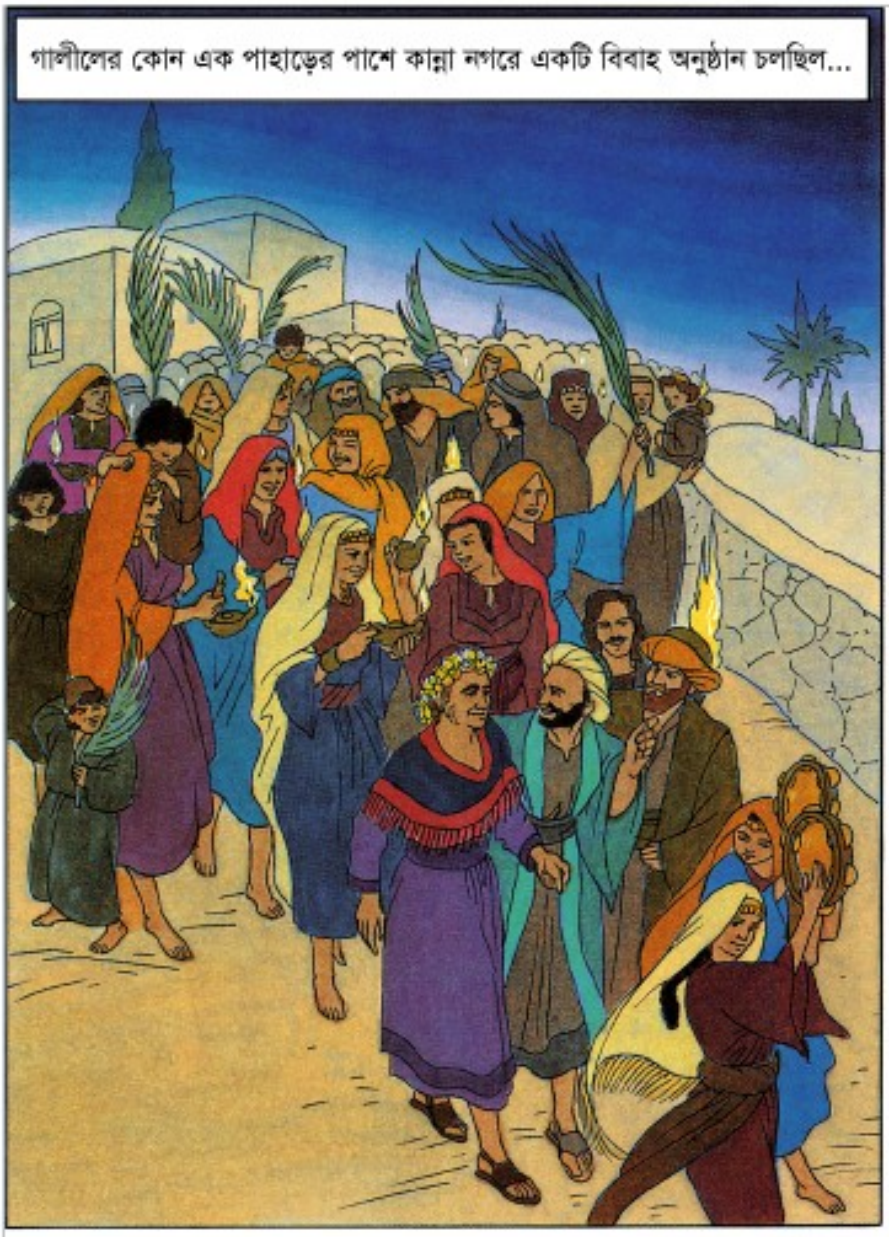

গালীলের কোন এক পাহাড়ের পাশে কান্না নগরে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান চলছিল...
ঈসাও ঐ অনুষ্ঠানে তাঁর মা ও বন্ধুদের সাথে গিয়েছিলেন।

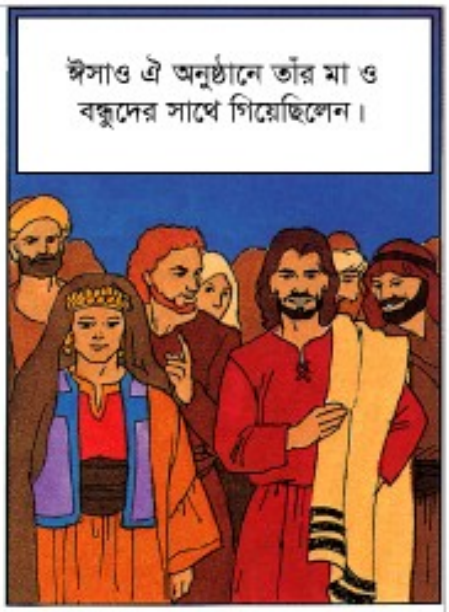

কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানের মাঝখানে...
কি সমস্যা ! শরবত শেষ হয়ে গেছে!
যীশু তোমাকে যা বলে শুধু তা-ই করো!
শরবতের বড় পাত্রগুলো জল দিয়ে পূর্ণ করো এবং তা অনুষ্ঠানের কর্তার কাছে দিয়ে স্বাদ নিতে বলো।
?
জল? কিন্তু এটি শরবত! আহ্ কি রকম শরবত!
ইহা সুস্বাদু! আপনি অনুষ্ঠানের শেষের দিকের জন্য এত ভাল শরবত রেখে দিয়েছেন!
একরম শুনা যায় না! এ ধরনের বিবাহ অনুষ্ঠানে আমি কখনো ইতিপূর্বে যাই নি। জল কি না শরবত হয়ে যায়! সবচেয়ে ভাল শরবত!
এটি ছিলো নাসরতের যীশুর কাজ!
তিনি কে?

গালীলের নদীর তীরে কফরনাহূম ছিল জেলেদের জন্য একটি সমৃদ্ধশীল গ্রাম।
এখান থেকেই মসীহ যীশুর রাজ্য সম্পর্কে জনসম্মুখে কথা বলা শুরু করলেন।

এখানে প্রথম তিনি তাঁর
সাহাবীদের বেছে নিলেন।

পিতর – গভীর সমুদ্রে যাও
এবং তোমার জাল ফেল।

প্রভু! আমরা সারা রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করেছি
কিন্তু কোন কিছু ধরতে পারলাম না।

কিন্তু যদি আপনি এ রকম বলেন-

কি! আমি ইহা বিশ্বাস করতে পারছি না!

ইয়াকূব! ইউহোন্না! এখানে উঠে এসো! এটি আজীবনের জন্য ধরা।
আমাকে অনুসরণ করো!
আমাকে ছেড়ে দিন প্রভু। আমি পাপে পূর্ণ একজন মানুষ।
পিতর, ভয় করো না।
এসো এবং আমাকে অনুসরণ করো! আমি তোমাকে মানুষ ধরার জেলে করবো।

ঈসা তাঁর সাহাবীদের নিয়ে সমস্ত গালীল প্রদেশ ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের কাছে খোদার রাজ্যের বিষয় বলতে লাগলেন। সেসময় তিনি মানুষের সমস্ত রকম রোগ ভাল করলেন, মন্দ আত্মা তাড়িয়ে দিলেন। মানুষ তাঁর কাজ দেখে অবাক হলো এবং তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলো। অন্য প্রদেশ ও ইস্রায়েলের রাজধানি যিরুশালেম থেকেও মানুষ আসতে লাগলো। তারা তাঁর প্রতিটি কথায় গভীরভাবে বিশ্বাস করছিল।

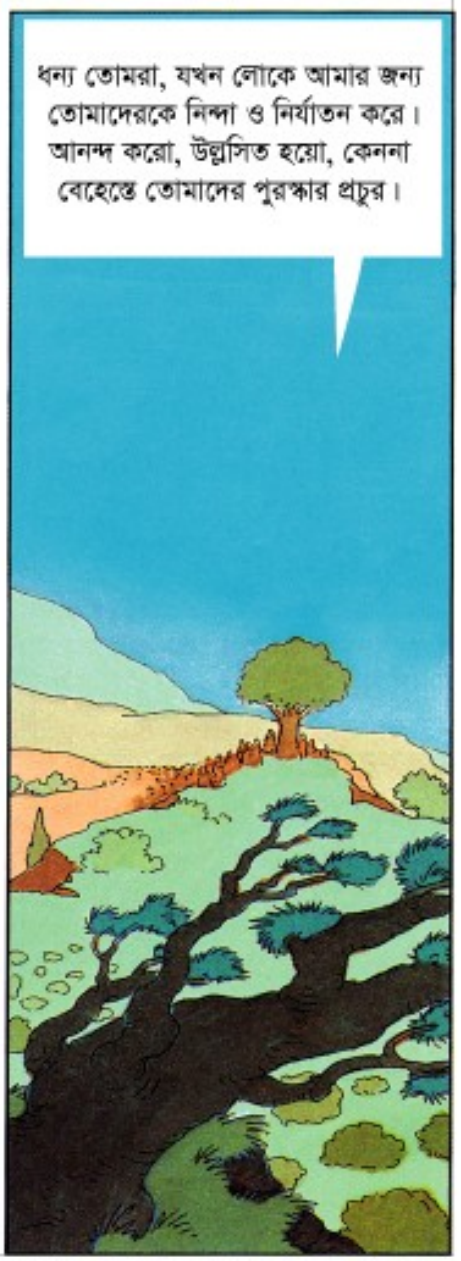

তুমি নিজে অন্যের কাছ থেকে যেরকম ব্যবহার চাও, তুমির অন্যের সাথে সেরকম ব্যবহার করো।

তুমি তোমার শত্রুদেরকে ভালবেসো, এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করো।

তুমি লোকদের প্রশংসা পাবার জন্য নয়, বরং গোপনে উপকার কর।

যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করলো।

চোখ শরীরের আলো। যদি তোমার চোখ সরল হয় তবে তোমার সারা শরীর আলোতে পূর্ণ হবে। কিন্তু তোমার চোখ যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হবে।

খোদা অথবা ধন যা-ই হোক, কেউ দুই প্রভুর সেবা করতে পারে না।

আগামীকালের জন্য চিন্তিত হইও না। প্রথমে খোদার রাজ্যের বিষয়ে চেষ্টা করো, তাহলে ঐ সমস্তও দেয়া হবে।

যদি তুমি আমার কালাম অনুসরণ কর, তাহলে তুমি এমন একজন লোকের মতো যে পাথরের উপর তার বাড়ি নির্মান করে। যদি তুমি তা না কর, তাহলে তুমি এমন একজন লোকের মতো যে বালুচরে তার বাড়ি নির্মান করে।

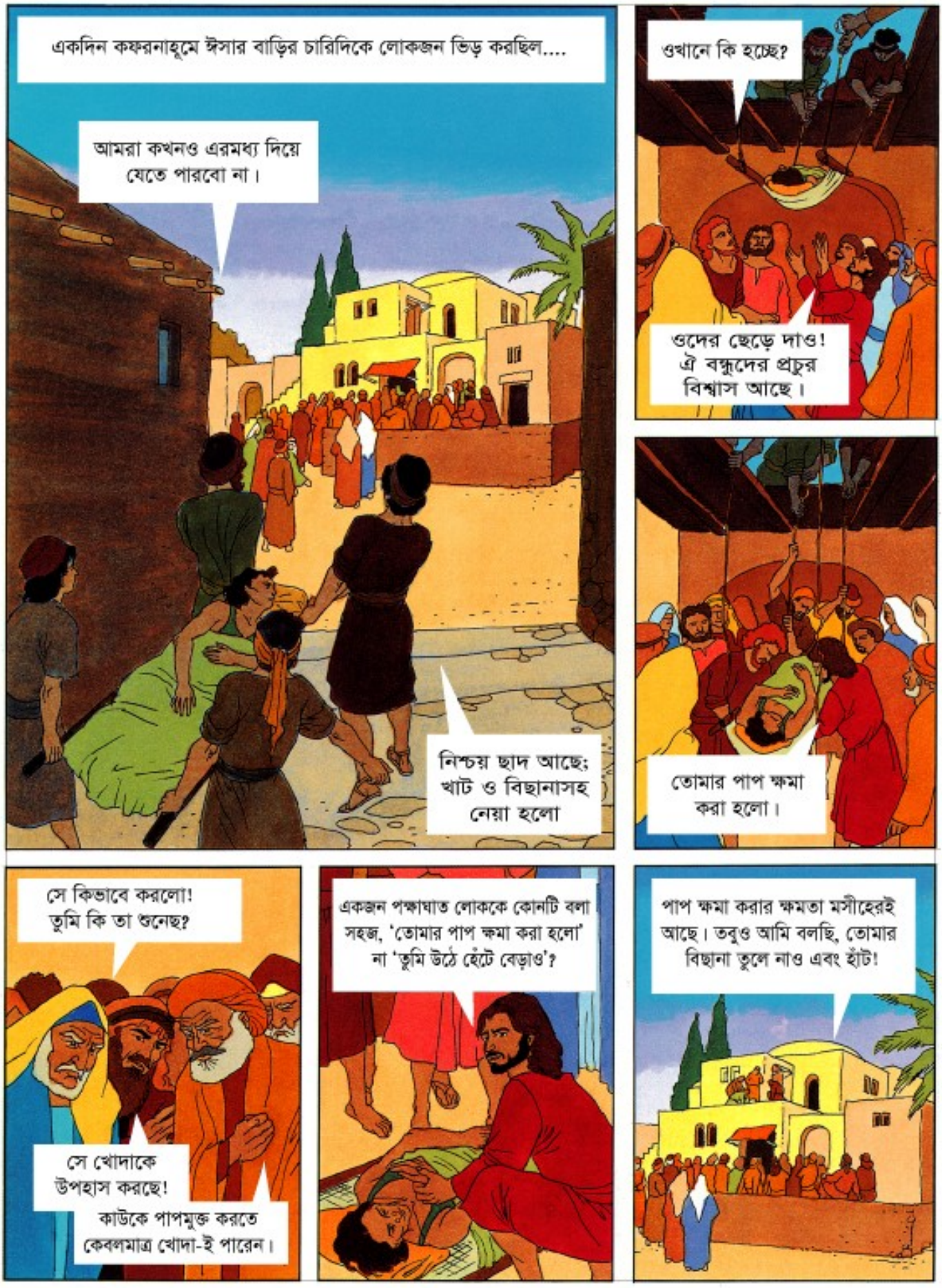
একদিন কফরনাহূমে ঈসার বাড়ির চারিদিকে লোকজন ভিড় করছিল....
আমরা কখনও এরমধ্য দিয়ে যেতে পারবো না।
নিশ্চয় ছাদ আছে; খাট ও বিছানাসহ নেয়া হলো
ওখানে কি হচ্ছে?
ওদের ছেড়ে দাও! ঐ বন্ধুদের প্রচুর বিশ্বাস আছে।
তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো।
সে কিভাবে করলো! তুমি কি তা শুনেছ?
সে খোদাকে উপহাস করছে!
কাউকে পাপমুক্ত করতে কেবলমাত্র খোদা-ই পারেন।
একজন পক্ষাঘাত লোককে কোনটি বলা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো' না 'তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও'?
পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা মসীহেরই আছে। তবুও আমি বলছি, তোমার বিছানা তুলে নাও এবং হাঁট!

কিন্তু সকলেই যে ঈসার কাজ নিয়ে খুশি তা নয়। ঈসা বিশ্রামবারের নিয়মকানুন মেনে চলছে কি না সেদিকে ধর্মীয় নেতারা লক্ষ্য রাখছিল। সেই সময় এই দিনে কোন ধরণের কাজ করা ইস্রায়েলের মধ্যে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

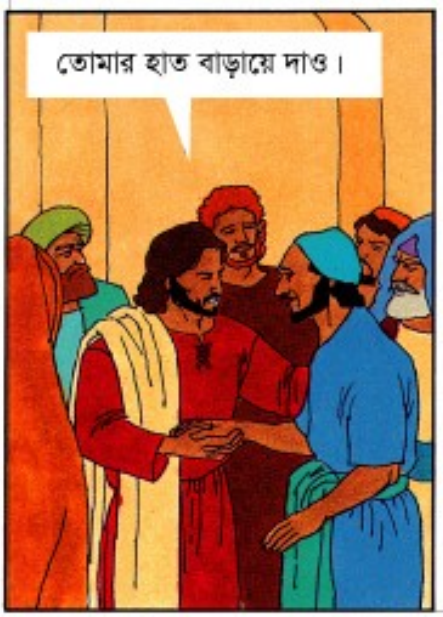

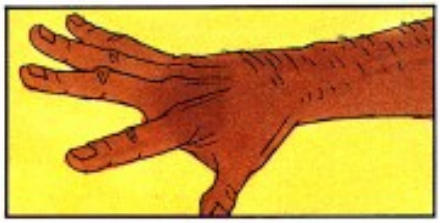

গালীলের নদীতে ঈসা তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নৌকায় বেরিয়ে পড়লেন।
প্রভু সাহায্য করুন! আমরা ডুবে যাচ্ছি!
তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?

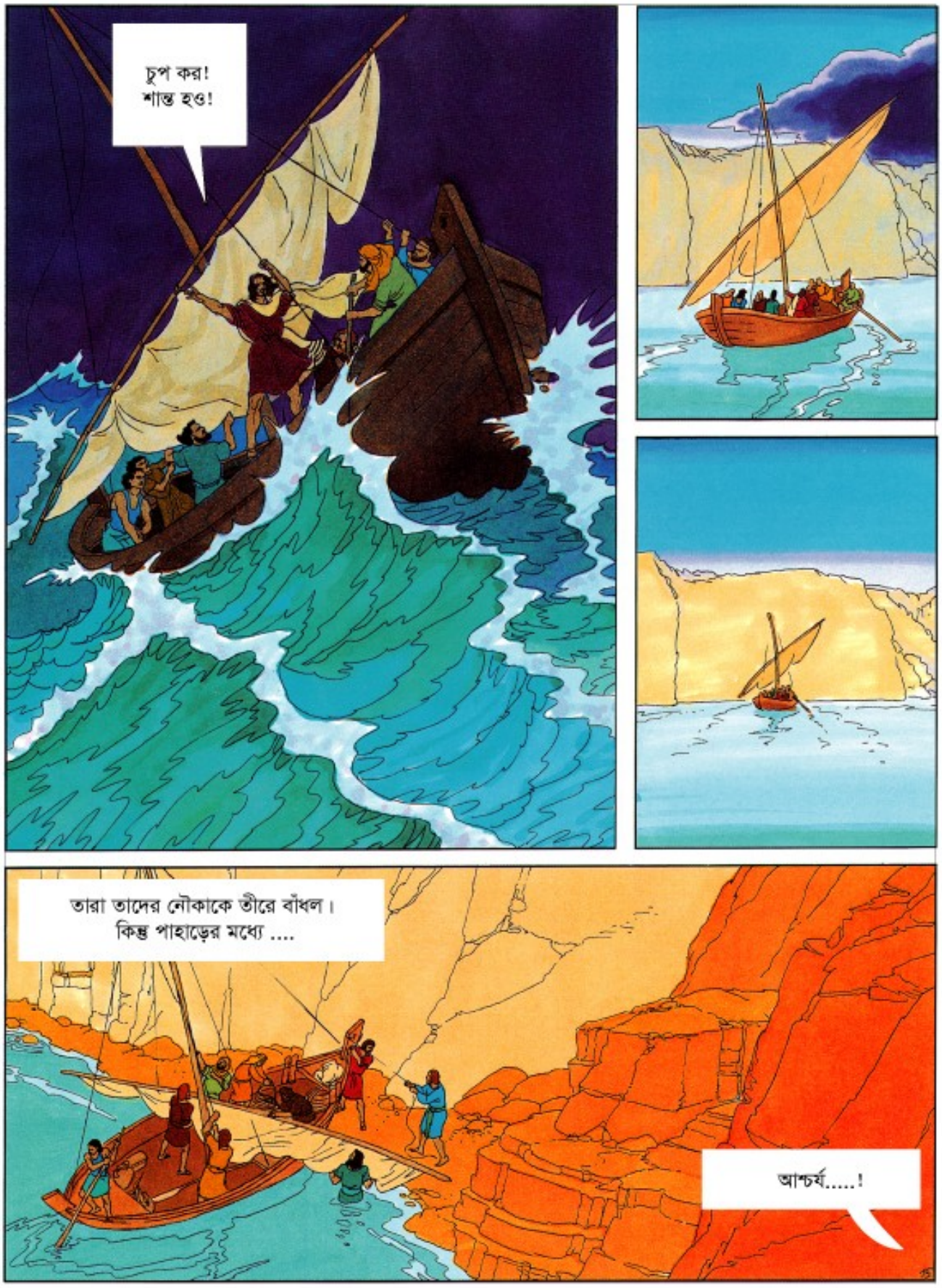
চুপ কর!
শান্ত হও!
তারা তাদের নৌকাকে তীরে বাঁধল।
কিন্তু পাহাড়ের মধ্যে ....
আশ্চর্য.....!

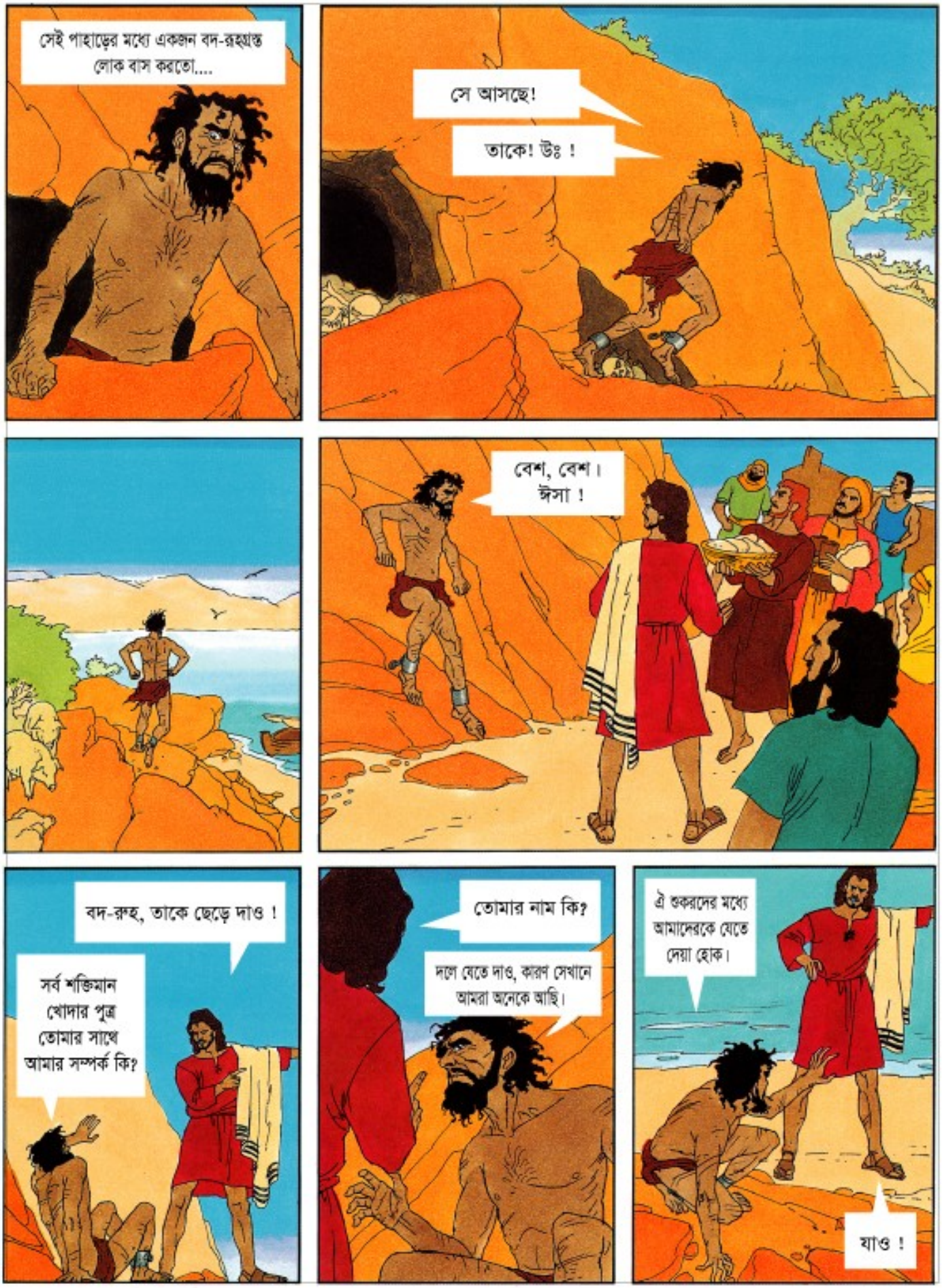
সেই পাহাড়ের মধ্যে একজন বদ-রূহগ্রস্ত লোক বাস করতো....
সে আসছে!
তাকে! উঃ !
বেশ, বেশ। ঈসা !
বদ-রুহ, তাকে ছেড়ে দাও !
সর্ব শক্তিমান খোদার পুত্র তোমার সাথে আমার সম্পর্ক কি?
তোমার নাম কি?
দলে যেতে দাও, কারণ সেখানে আমরা অনেকে আছি।
ঐ শুকরদের মধ্যে আমাদেরকে যেতে দেয়া হোক।
যাও !

?
আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি।
যাও! আমাদের ছেড়ে চলে যাও!
আমি কি আপনার সাথে আসতে পারি?
না। এখানে থাক। খোদা তোমার জন্য যা করেছেন তা প্রত্যেককে জানাও!

আমি তোমাদের বলছি, পুত্র নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না। পিতাকে যা করতে দেখেন, তিনি শুধু তা-ই করেন। আমি পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করি, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী করি না। তিনিই একজন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

ঈসা নিয়মিত নিরব স্থানে প্রার্থনা করতে যান।

সারা রাত প্রার্থনা করার পর ঈসা তাঁর ১২ সাহাবীকে মনোনীত করলেন। তিনি তাঁদেরকে দু'জন দু'জন করে বাহিরে পাঠালেন। তিনি তাঁদেরকে সকল মন্দ-আত্মা ও রোগের উপর ক্ষমতা দান করলেন।

পিতর ও আন্দ্রিয় তাঁরা ভ্রাতৃদ্বয়।

ইয়াকুব ও ইউহোন্না ভ্রাতৃদ্বয়....

ফিলীপ ও বর্থলময়....

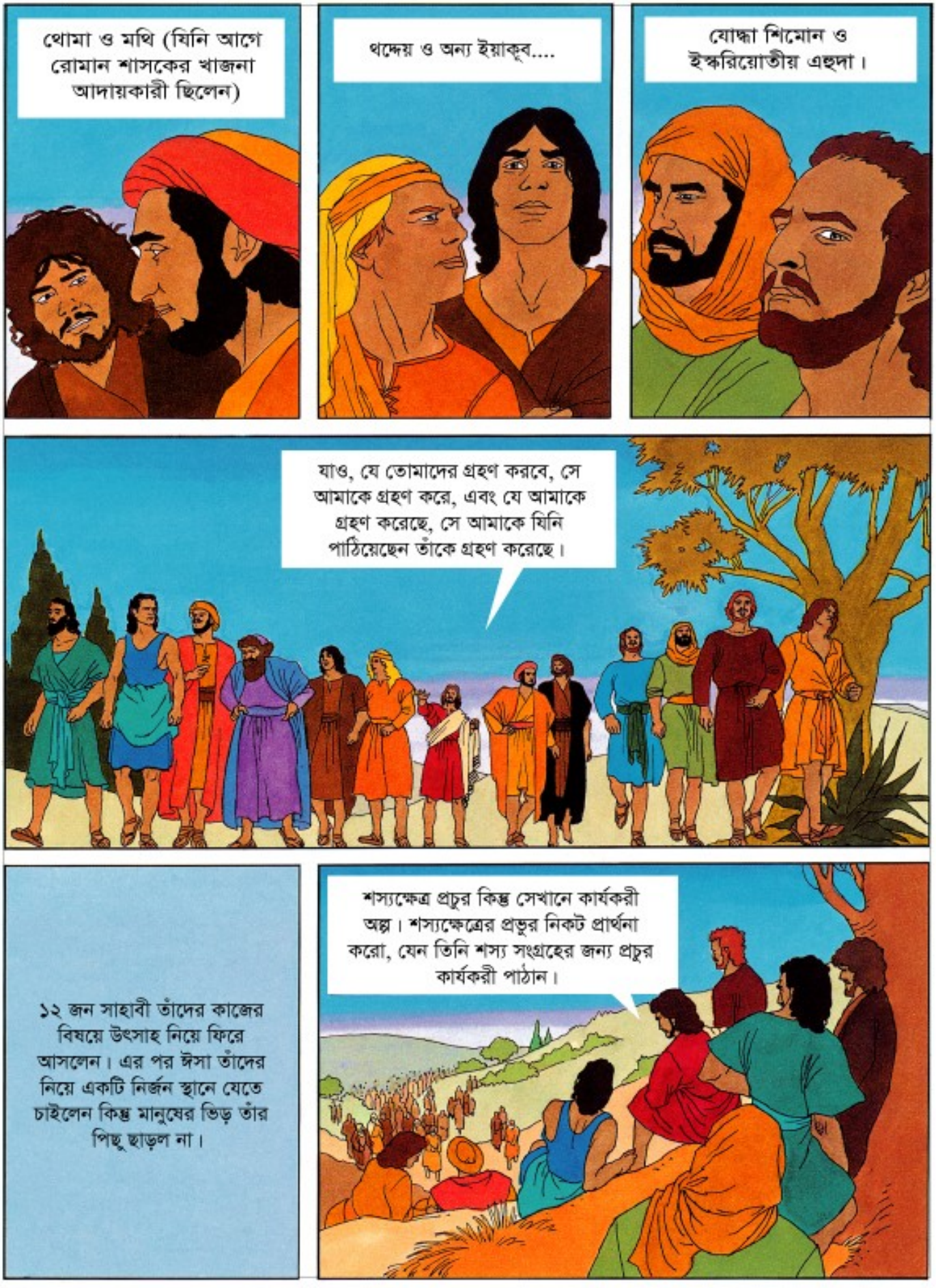
থোমা ও মথি (যিনি আগে রোমান শাসকের খাজনা আদায়কারী ছিলেন)
থদ্দেয় ও অন্য ইয়াকূব....
যোদ্ধা শিমোন ও ইস্করিয়োতীয় এহুদা।
যাও, যে তোমাদের গ্রহণ করবে, সে আমাকে গ্রহণ করে, এবং যে আমাকে গ্রহণ করেছে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে গ্রহণ করেছে।
১২ জন সাহাবী তাঁদের কাজের বিষয়ে উৎসাহ নিয়ে ফিরে আসলেন। এর পর ঈসা তাঁদের নিয়ে একটি নির্জন স্থানে যেতে চাইলেন কিন্তু মানুষের ভিড় তাঁর পিছু ছাড়ল না।
শস্যক্ষেত্র প্রচুর কিন্তু সেখানে কার্যকরী অল্প। শস্যক্ষেত্রের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করো, যেন তিনি শস্য সংগ্রহের জন্য প্রচুর কার্যকরী পাঠান।

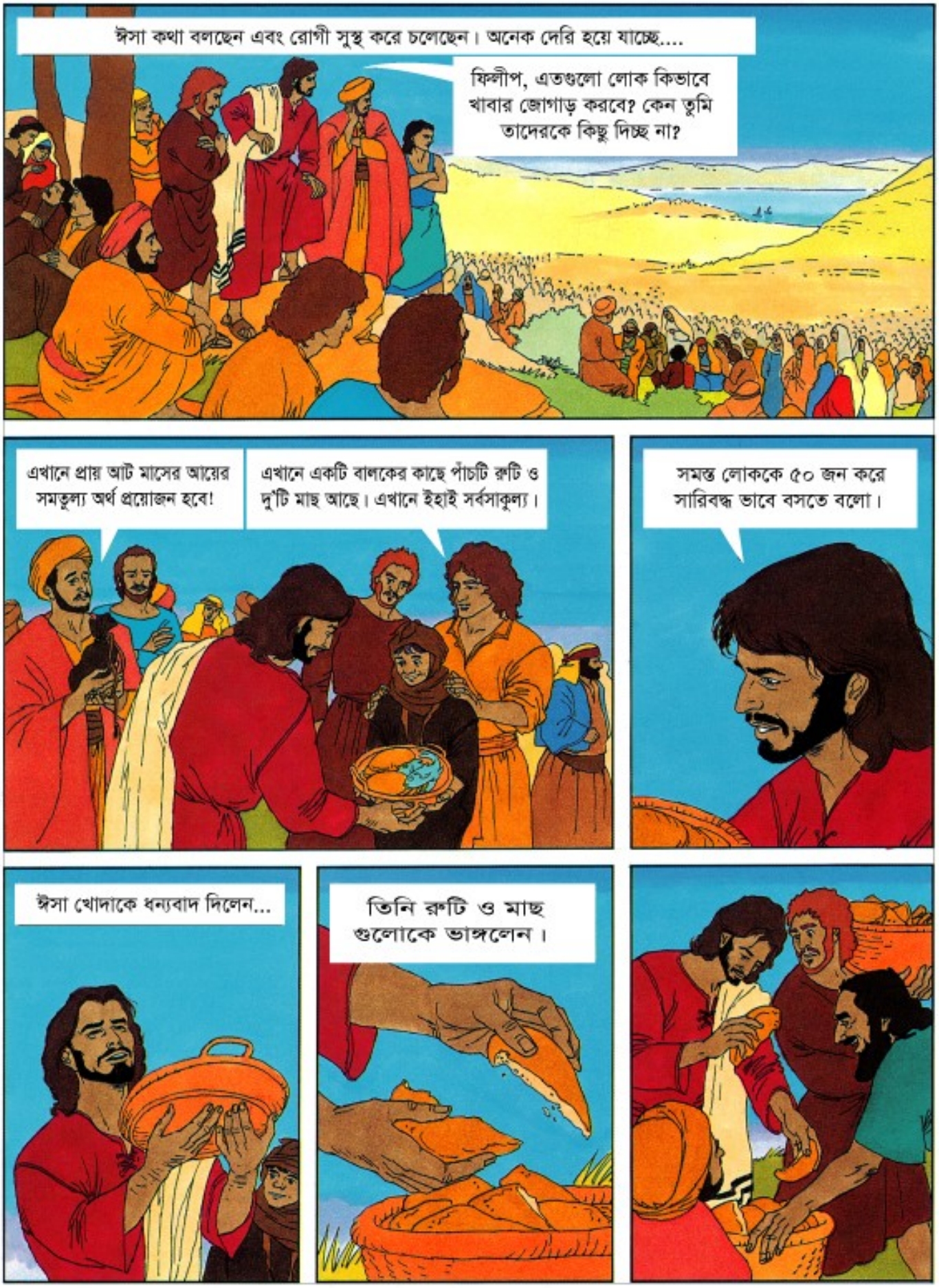
ঈসা কথা বলছেন এবং রোগী সুস্থ করে চলেছেন। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে....
ফিলীপ, এতগুলো লোক কিভাবে খাবার জোগাড় করবে? কেন তুমি তাদেরকে কিছু দিচ্ছ না?
এখানে প্রায় আট মাসের আয়ের সমতুল্য অর্থ প্রয়োজন হবে!
এখানে একটি বালকের কাছে পাঁচটি রুটি ও দু'টি মাছ আছে। এখানে ইহাই সর্বসাকুল্য।
সমস্ত লোককে ৫০ জন করে সারিবদ্ধ ভাবে বসতে বলো।
ঈসা খোদাকে ধন্যবাদ দিলেন...
তিনি রুটি ও মাছ গুলোকে ভাঙ্গলেন।

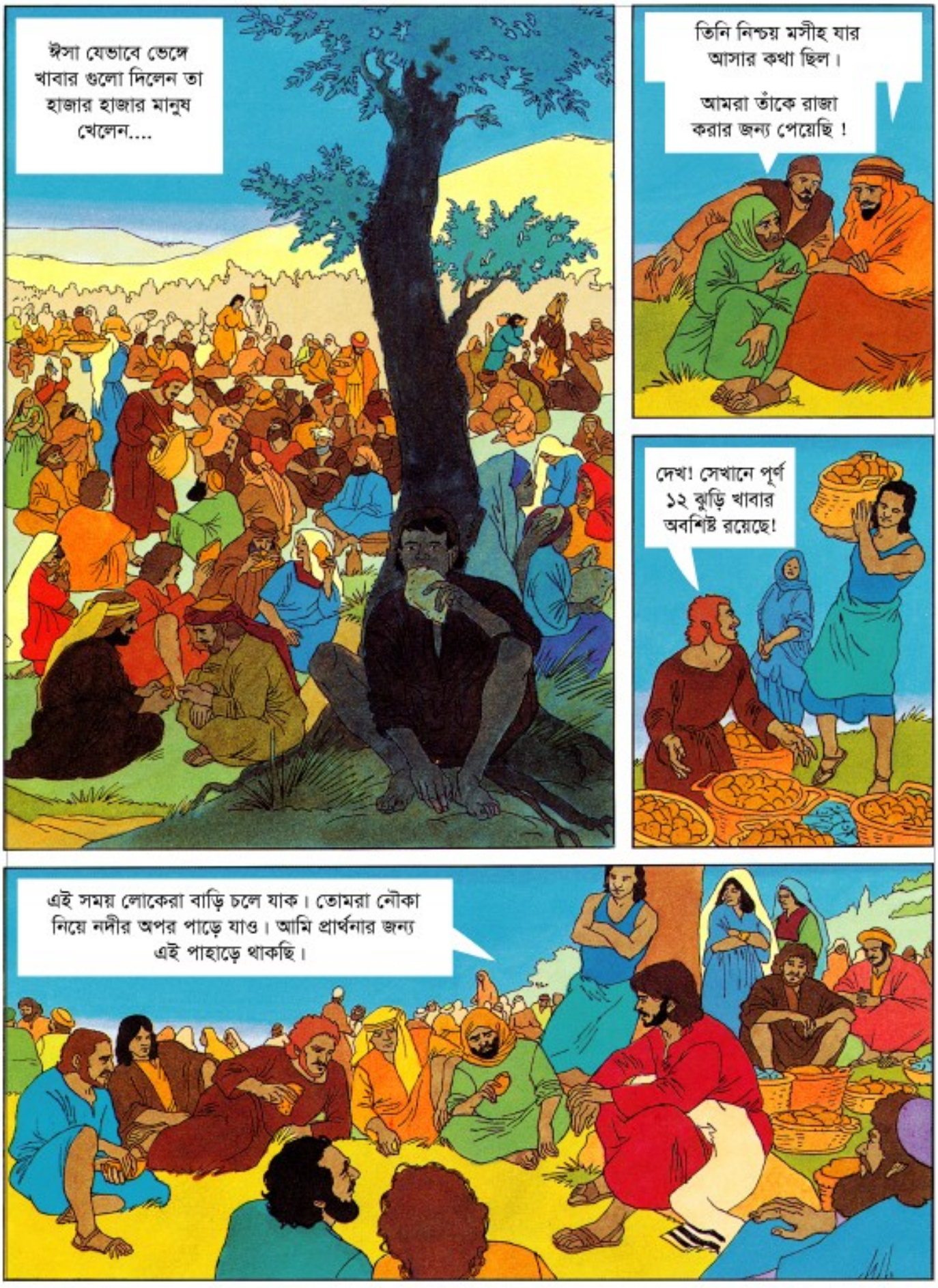
ঈসা যেভাবে ভেঙ্গে খাবার গুলো দিলেন তা হাজার হাজার মানুষ খেলেন....
তিনি নিশ্চয় মসীহ যার আসার কথা ছিল।
আমরা তাঁকে রাজা করার জন্য পেয়েছি !
দেখ! সেখানে পূর্ণ ১২ ঝুড়ি খাবার অবশিষ্ট রয়েছে!
এই সময় লোকেরা বাড়ি চলে যাক। তোমরা নৌকা নিয়ে নদীর অপর পাড়ে যাও। আমি প্রার্থনার জন্য এই পাহাড়ে থাকছি।

পরে.....
আহা ! এটি একটা ভূত!
ভয় করো না। এ আমি!
প্রভু, যদি আপনি হোন, তবে আমাকে পানির উপর দিয়ে আপনার কাছে যেতে হুকুম করুন!
পিতর, এসো।
প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।
পিতর, কেন তুমি সন্দেহ করলে?

সেখানে কিছু লোক দেখা যাচ্ছে যারা ঈসাকে রাজা হিসেবে ঘোষনা করতে চায়। তারা মনে করছে তাঁর নেতৃত্বে রোমান দখল দারিত্ব উচ্ছেদ হবে। একই সাথে ঈসার বিরোধীতাকারীও বাড়তে লাগলো। তারা প্রতিনিয়ত তাঁর সমালোচনা করতে থাকলো। তারা লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকলো এবং তাঁকে বের করে আনতে চাইলো।

ঈসার বিরোধীতা বাড়তেই থাকলো। তিনি গালীল প্রদেশ ত্যাগ করলেন এবং তাঁর অনুসারী পুরুষ এবং মহিলাদের নিয়ে ইস্রায়েলের অন্যন্যা এলাকায় তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

গালীল

যিরুশালেম

ইস্রায়েল

পরে তিনি যিরুশালেমে অবস্থান করবেন।

যখন পথ চলছিলেন .....

লোকেরা, আমি কে এ বিষয়ে তারা কি মনে করে?

তারা মনে করে আপনি একজন নবী।

আর তোমরা?

তোমরা আমাকে কি মনে করো?

আপনি নাজাতদাতা, জীবন্ত খোদার পুত্র।

এ কথা কাউকে বলো না। মসীহকে দুঃখ-কষ্ট পেতে এবং প্রাণ দিতে যিরুশালেমে যেতেই হবে। কিন্তু তৃতীয় দিনে তিনি কবর থেকে জেগে উঠবেন।

যিরুশালেম শহরের বাহিরে প্রায় মানুষজন খুন হয়। তাদেরকে ক্রুশে মৃত্যু দেয়া হয় যা ছিল রোমীয় সরকারের এক নিষ্ঠুর প্রাণ দণ্ডের শাস্তি।

যদি কেউ আমার হতে চায় তাহলে সে নিজেকে একদিকে রাখবে, আর নিজের ক্রুশ বহন করবে এবং আমাকে অনুসরণ করবে।

যারা নিজ জীবনকে রক্ষা করতে চাইবে, সে তার জীবন হারাবে। কিন্তু যারা আমার জন্য জীবনকে হারায় সে তা খুঁজে পাবে।

তুমি নিশ্চয় জান যে, একজন মাত্র খোদা আছেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তোমার যা কিছু আছে তার সবটুকু দিয়ে তুমি খোদাকে ভালবাস, এবং তুমি যেমন নিজেকে ভালবাস তেমনি অন্যকেও ভালবাস।

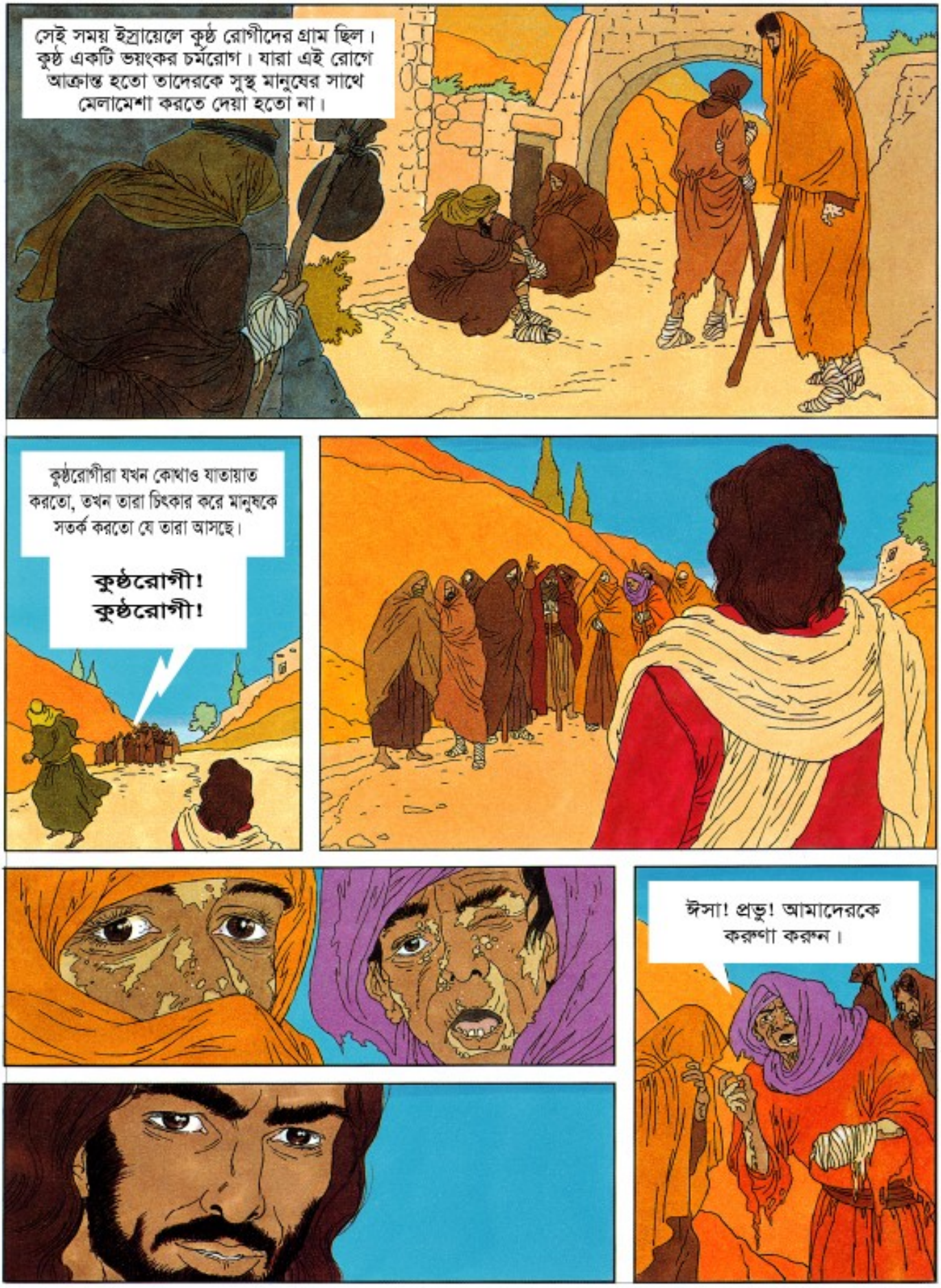
সেই সময় ইস্রায়েলে কুষ্ঠ রোগীদের গ্রাম ছিল। কুষ্ঠ একটি ভয়ংকর চর্মরোগ। যারা এই রোগে আক্রান্ত হতো তাদেরকে সুস্থ মানুষের সাথে মেলামেশা করতে দেয়া হতো না।
কুষ্ঠরোগীরা যখন কোথাও যাতায়াত করতো, তখন তারা চিৎকার করে মানুষকে সতর্ক করতো যে তারা আসছে।
কুষ্ঠরোগী!
কুষ্ঠরোগী!
ঈসা! প্রভু! আমাদেরকে করুণা করুন।

যাও, ইমামের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও!
ইমামের নিকট যাও? নিজেকে পরীক্ষা করাও?
তাহলে কি আমরা সুস্থ হবো?
? !
দেখুন, আমি সুস্থ হয়ে গেছি!
আমরা সুস্থ হয়ে গেছি!
হ্যাঁ!
হাল্লেলুয়া ! খোদা মঙ্গলময়! আপনাকে ধন্যবাদ!
তোমরা ১০জন প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে উঠনি? অন্যেরা কোথায়? তারা কি খোদাকে ধন্যবাদ জানাতে আসবে না?
ওঠ ! তোমার বিশ্বাস যে শুধু তোমাকে সুস্থ করেছে তা নয়, কিন্তু একই সাথে তুমি নাজাতও পেয়েছ।

ঈসার যাত্রা পথে যিরুশালেমের ইহুদী নেতারা তাদের কর্মচারিদের গুপ্তচর হিসেবে তাঁর সাথে পাঠালেন। তারা সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাজের বিরোধীতা করেছে।

তিনি সে সব লোকদেরকে তাঁর কাছে ডেকেছিলেন যারা ছিল সমাজে ঘৃন্য, যেমন বেশ্যা ও খাজনা আদায়কারী যারা রোমান সরকারের সাথে যুক্ত ছিল।

মসীহ তাদের খুঁজতে এসেছেন যারা হারিয়ে গেছে এবং তাদের নাজাত দিতে।

কারণ ঈসা বিশ্রামবারে সুস্থ করতেন....

সুস্থ হও!

এবং শিশুরা ছিল তাঁর মনোযোগের প্রধান বিষয়....

শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও। খোদার রাজ্য তাদের মতো লোকদেরই।

যিরুশালেমের নিকটে বৈথনিয়া গ্রামে ঈসাকে ডাকা হলো। লাসার অসুস্থ। লাসার এবং তার দুই বোন মার্থা ও মরিয়ম ঈসার ভাল বন্ধু ছিল। যখন ঈসা বৈথনিয়ায় পৌঁছে শুনতে পেলেন যে, ইতিমধ্যেই লাসারকে চারদিন আগে কবর দেয়া হয়েছে।

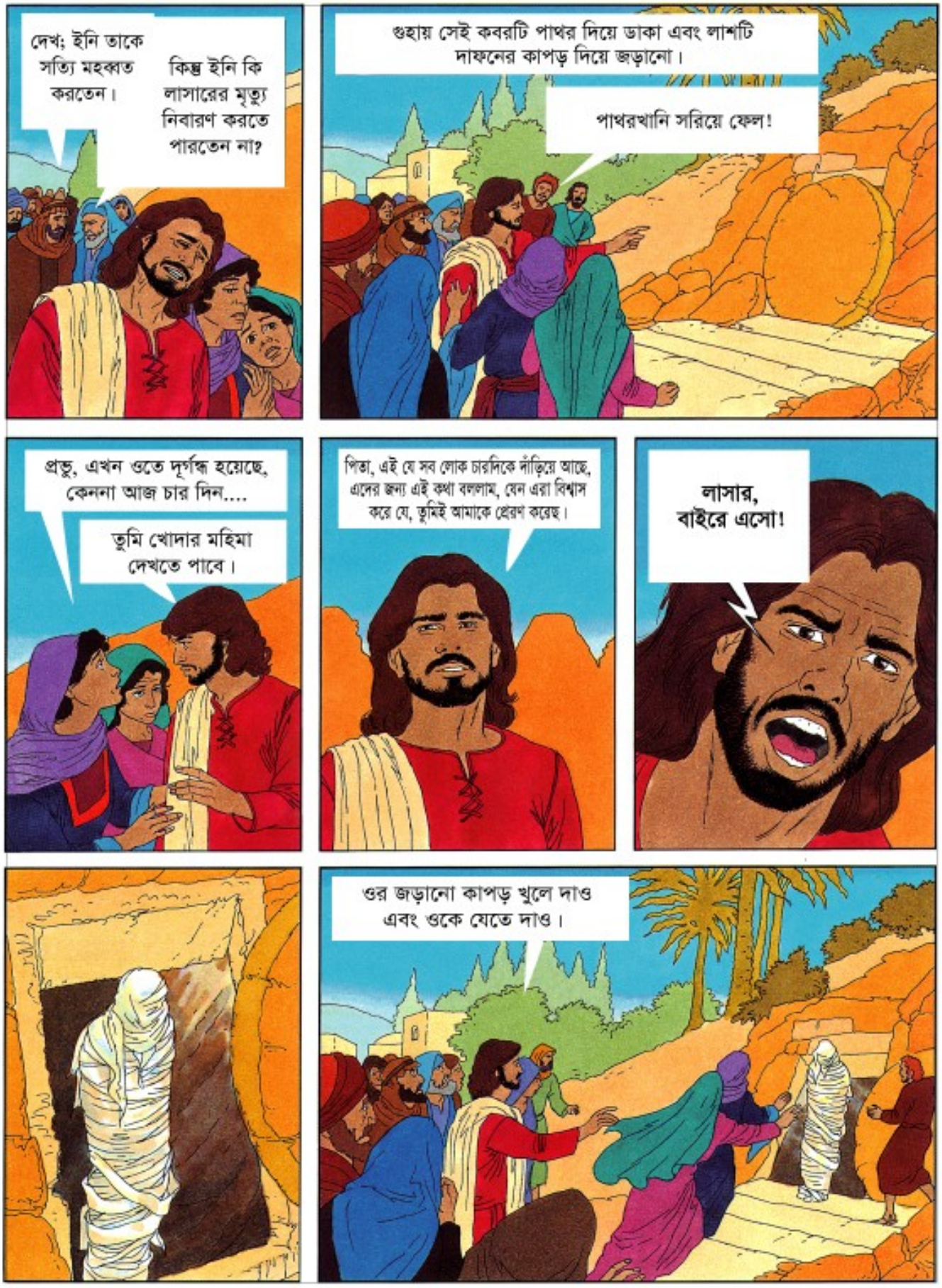
দেখ; ইনি তাকে সত্যি মহব্বত করতেন।
কিন্তু ইনি কি লাসারের মৃত্যু নিবারণ করতে পারতেন না?
গুহায় সেই কবরটি পাথর দিয়ে ডাকা এবং লাশটি দাফনের কাপড় দিয়ে জড়ানো।
পাথরখানি সরিয়ে ফেল!
প্রভু, এখন ওতে দূর্গন্ধ হয়েছে, কেননা আজ চার দিন....
তুমি খোদার মহিমা দেখতে পাবে।
পিতা, এই যে সব লোক চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে, এদের জন্য এই কথা বললাম, যেন এরা বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ।
লাসার, বাইরে এসো!
ওর জড়ানো কাপড় খুলে দাও এবং ওকে যেতে দাও।

যিরুশালেমের কর্তৃপক্ষ ঈসা এবং তাঁর অনুসারিদের সম্পর্কে আরো বেশী উদ্বিগ্ন হচ্ছিল।

এই লোকটি অনেক অলৌকিক কাজ করেছে।

আমরা যদি একে এরকম চলতে দিই রোমীয়েরা এসে শাস্তি দিবে।

তারা আমাদের এবাদতখানা ও জাতি উভয় ধ্বংস করবে!

তোমরা বিবেচনা করে দেখ! তোমাদের পক্ষে এটি ভাল, যেন লোকদের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়।

সেই কারণেই ঈসাকে মরতে হবে!

সেসময় থেকে ঈসাকে রোমীয়দের হাতে তুলে দেয়ার জন্য ইহুদী নেতারা সুযোগ খুঁজছিল। কারণ তারাই মৃত্যুদণ্ড দেয়ার একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী।

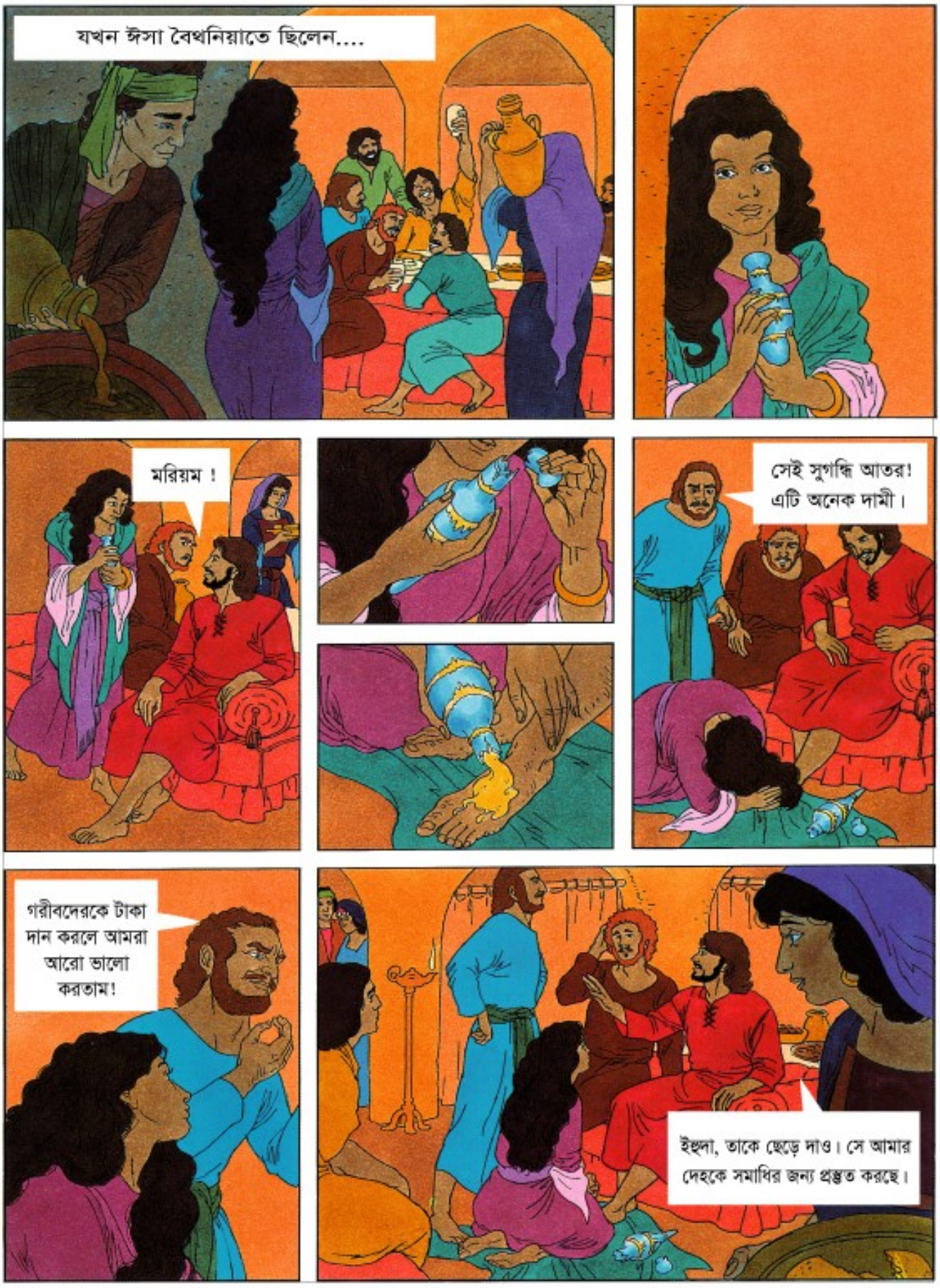
যখন ঈসা বৈথনিয়াতে ছিলেন....
মরিয়ম !
সেই সুগন্ধি আতর! এটি অনেক দামী।
গরীবদেরকে টাকা দান করলে আমরা আরো ভালো করতাম!
ইহুদা, তাকে ছেড়ে দাও। সে আমার দেহকে সমাধির জন্য প্রস্তুত করছে।

ঈদুল ফেসাখের উদ্দেশ্যে বিস্তর লোক
শীঘ্রই যিরুশালেমে আসছে।

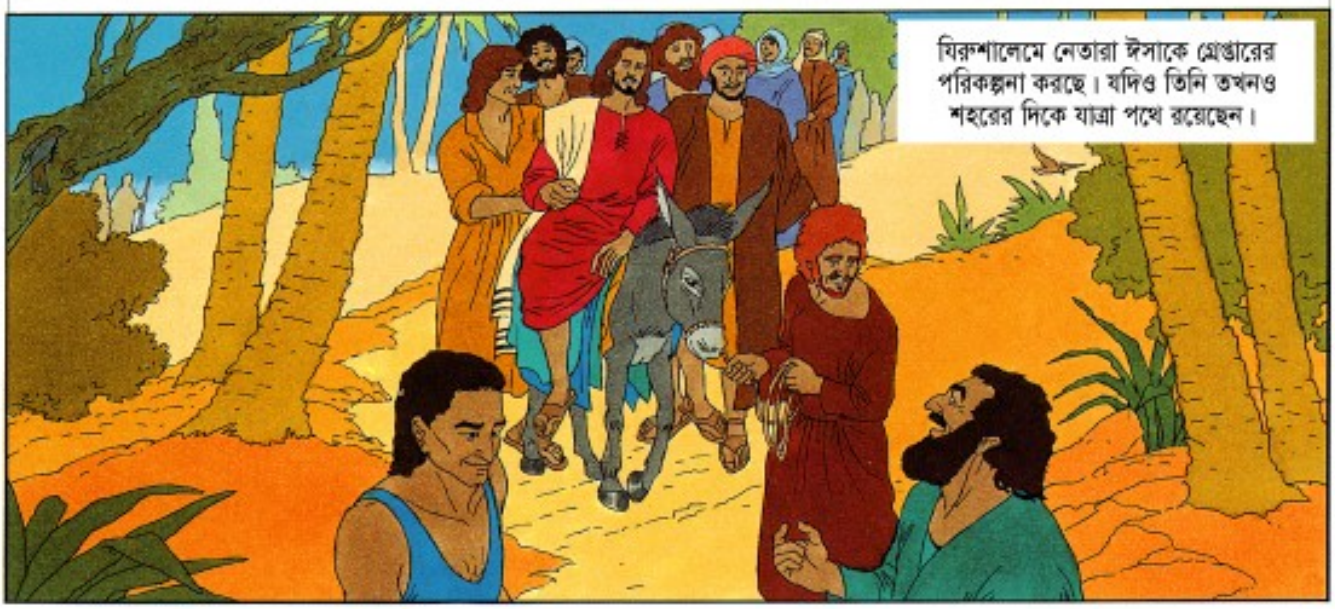
যিরুশালেমে নেতারা ঈসাকে গ্রেপ্তারের
পরিকল্পনা করছে। যদিও তিনি তখনও
শহরের দিকে যাত্রা পথে রয়েছেন।

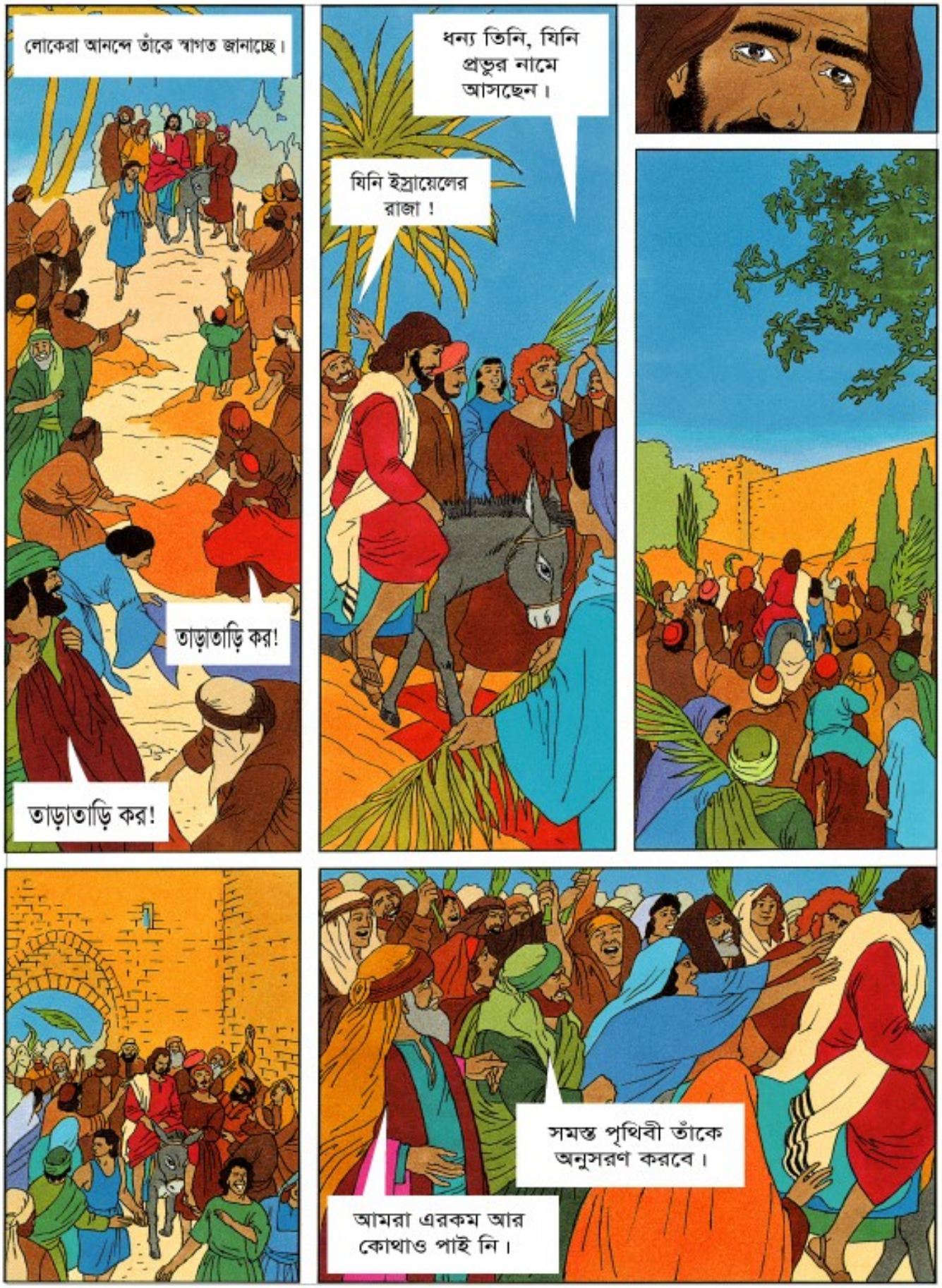
লোকেরা আনন্দে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছে।
তাড়াতাড়ি কর!
তাড়াতাড়ি কর!
ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন।
যিনি ইস্রায়েলের রাজা !
সমস্ত পৃথিবী তাঁকে অনুসরণ করবে।
আমরা এরকম আর কোথাও পাই নি।

রাজধানী শহরের এবাদতখানা হলো এবাদতের কেন্দ্রস্থল।

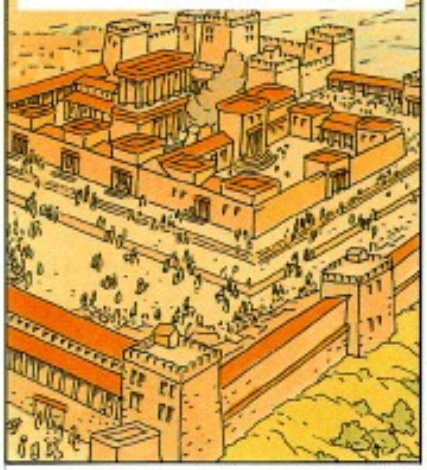

ঈদুল ফেসাখের সময় ভেড়া কোরবানি করা হতো।

খোদার সাথে মানুষের পুর্নমিলনের জন্য ভেড়া কোরবানি করা হতো।

কিন্তু কোন ভেড়া কোরবানি মানুষকে সত্যি পাপ মুক্ত করতে পারে?

লোকজন এবাদতখানার বারান্দায় ব্যবসা ও টাকা লেনদেনে ব্যস্ত।

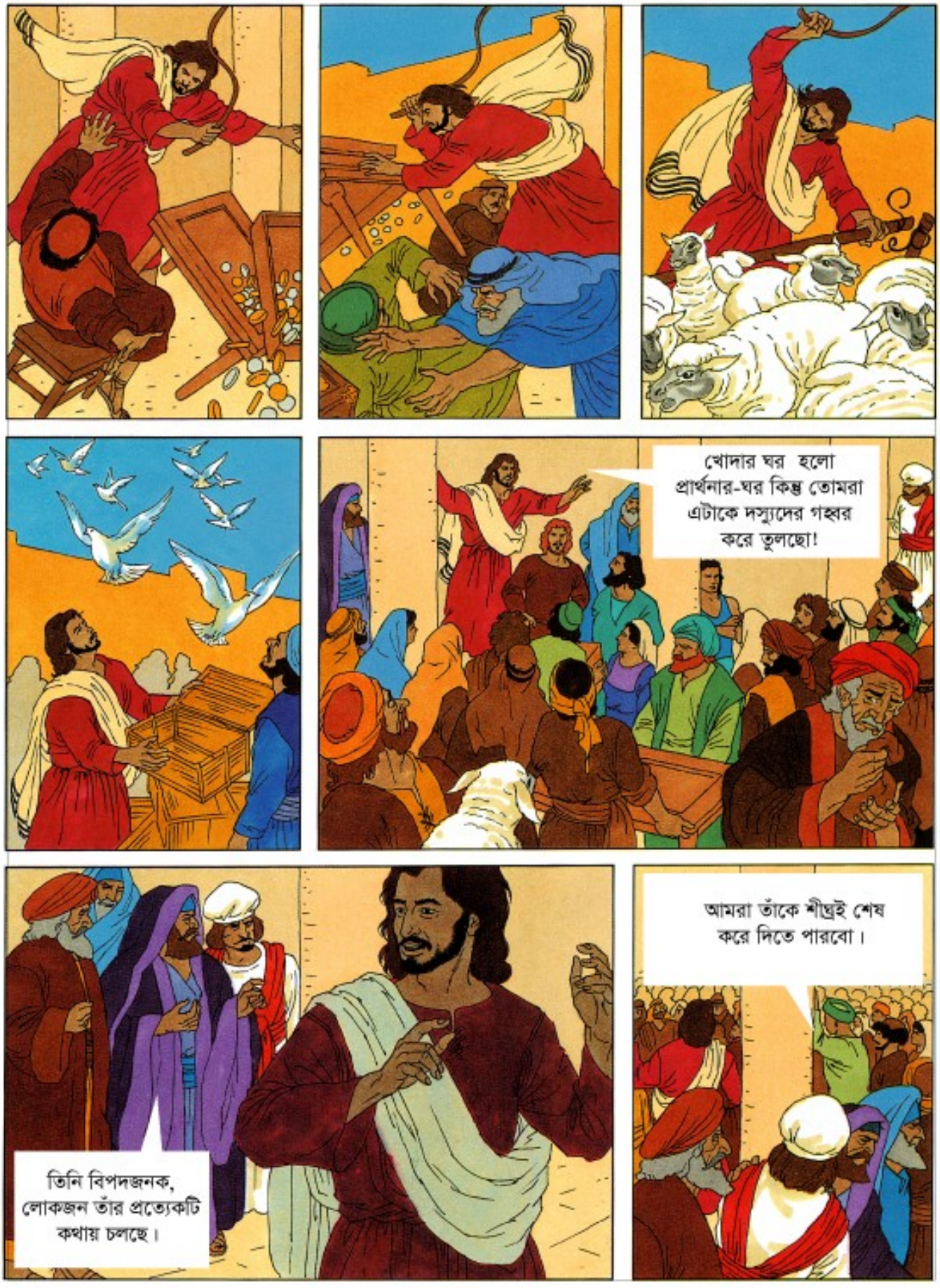
খোদার ঘর হলো প্রার্থনার-ঘর কিন্তু তোমরা এটাকে দস্যুদের গহ্বর করে তুলছো!
তিনি বিপদজনক, লোকজন তাঁর প্রত্যেকটি কথায় চলছে।
আমরা তাঁকে শীঘ্রই শেষ করে দিতে পারবো।

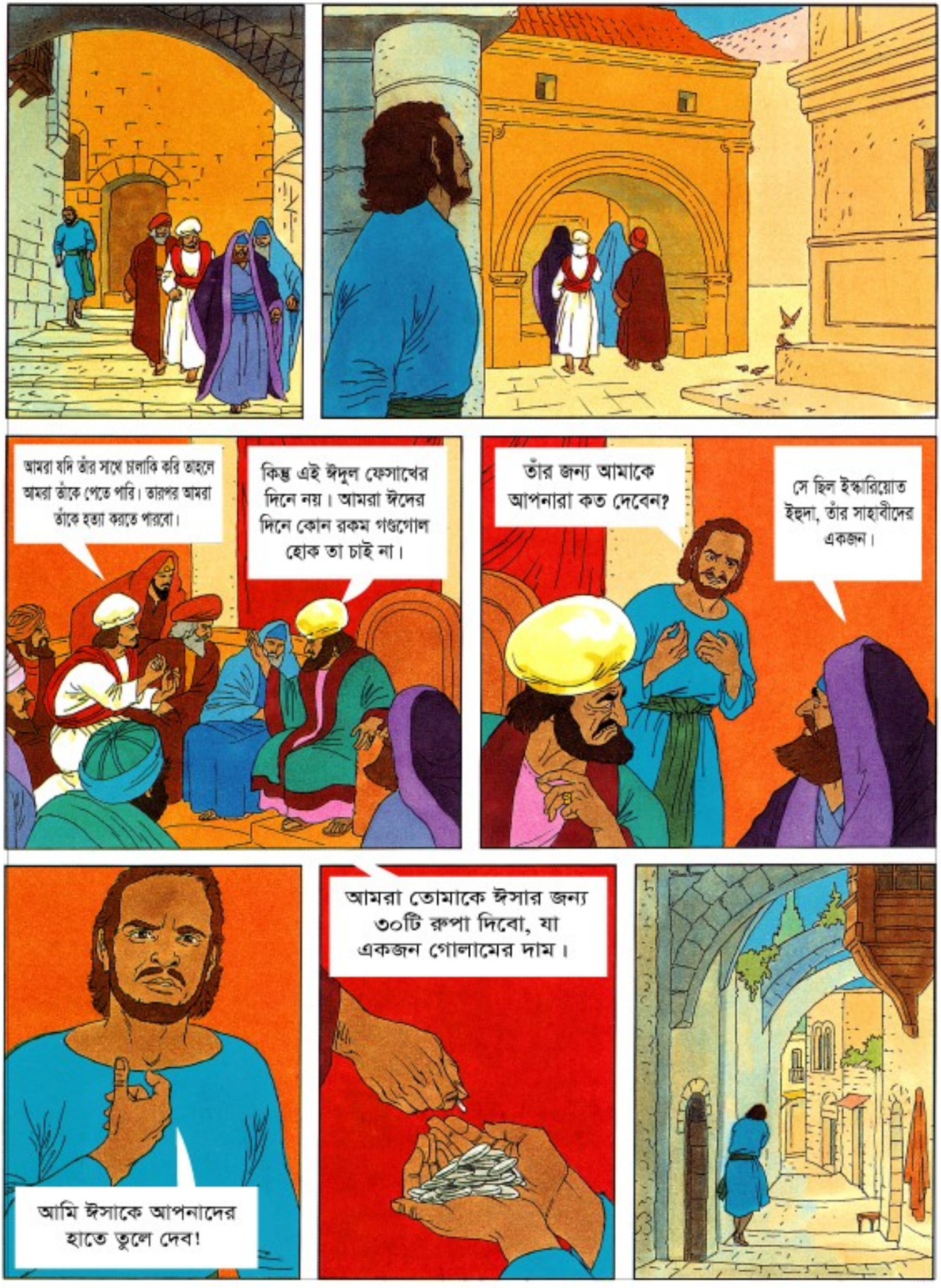
আমরা যদি তাঁর সাথে চালাকি করি তাহলে আমরা তাঁকে পেতে পারি। তারপর আমরা তাঁকে হত্যা করতে পারবো।
কিন্তু এই ঈদুল ফেসাখের দিনে নয়। আমরা ঈদের দিনে কোন রকম গণ্ডগোল হোক তা চাই না।
তাঁর জন্য আমাকে আপনারা কত দেবেন?
সে ছিল ইস্কারিয়োত ইহুদা, তাঁর সাহাবীদের একজন।
আমি ঈসাকে আপনাদের হাতে তুলে দেব!
আমরা তোমাকে ঈসার জন্য ৩০টি রুপা দিবো, যা একজন গোলামের দাম।

যদিও নেতারা ঈসার জন্য
সেসময়টি কঠিন করে তুলেছিল,
তবুও তিনি ঈদুর ফেসাখের
আগের দিন এবাদতখানায়
লোকদের সাথে কথা বলে
অতিবাহিত করলেন।

ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় ঈসা তাঁর ১২ সাহাবীকে নিয়ে শহরে
ঈদুল ফেসাখের খাবারের জন্য একত্রিত হলেন।

আমি দুঃখ-ভোগ করার আগে তোমাদের সাথে একসাথে ঈদুল ফেসাখের ভোজ খাবার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

যারা ক্ষমতায় তাকে তারা অন্যের সেবা পেতে চায়। কিন্তু এটা তোমাদের সাথে অবশ্যই অন্যভাবেও করা যায়।

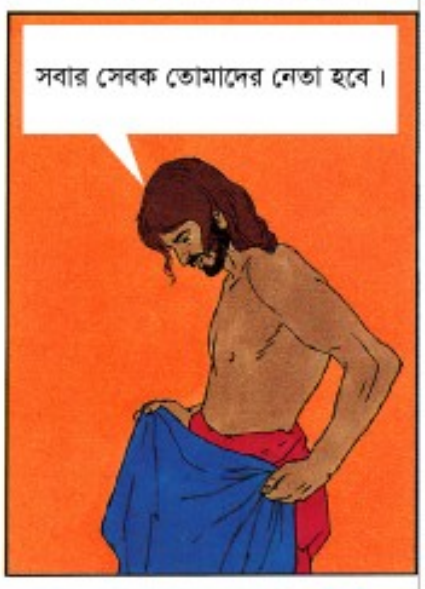
সবার সেবক তোমাদের নেতা হবে।

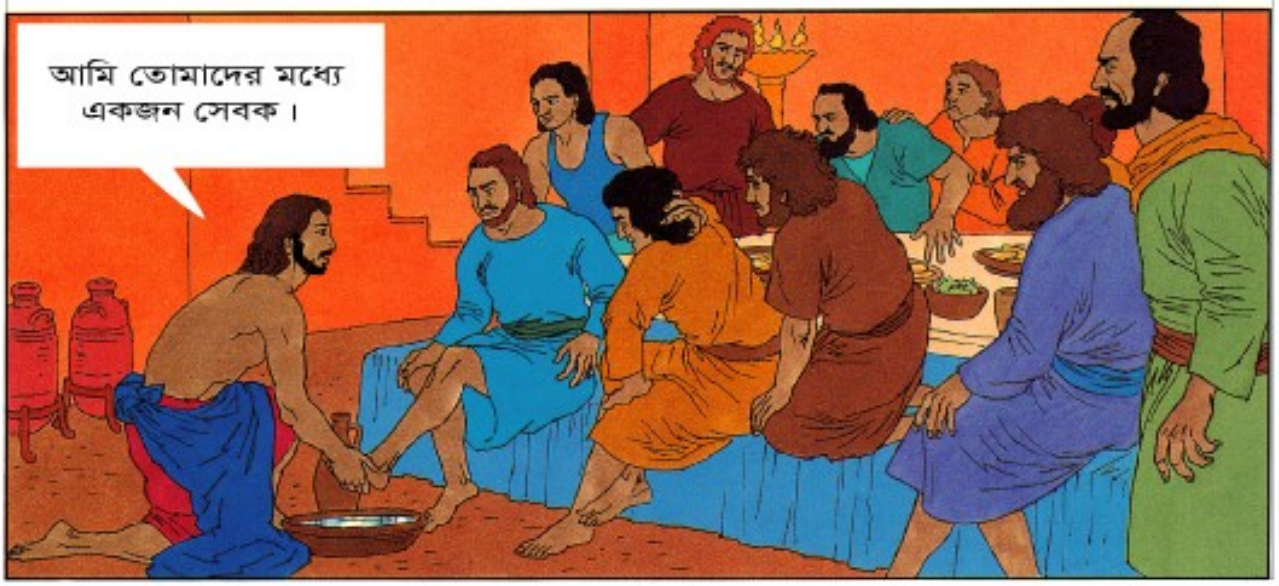
আমি তোমাদের মধ্যে একজন সেবক।

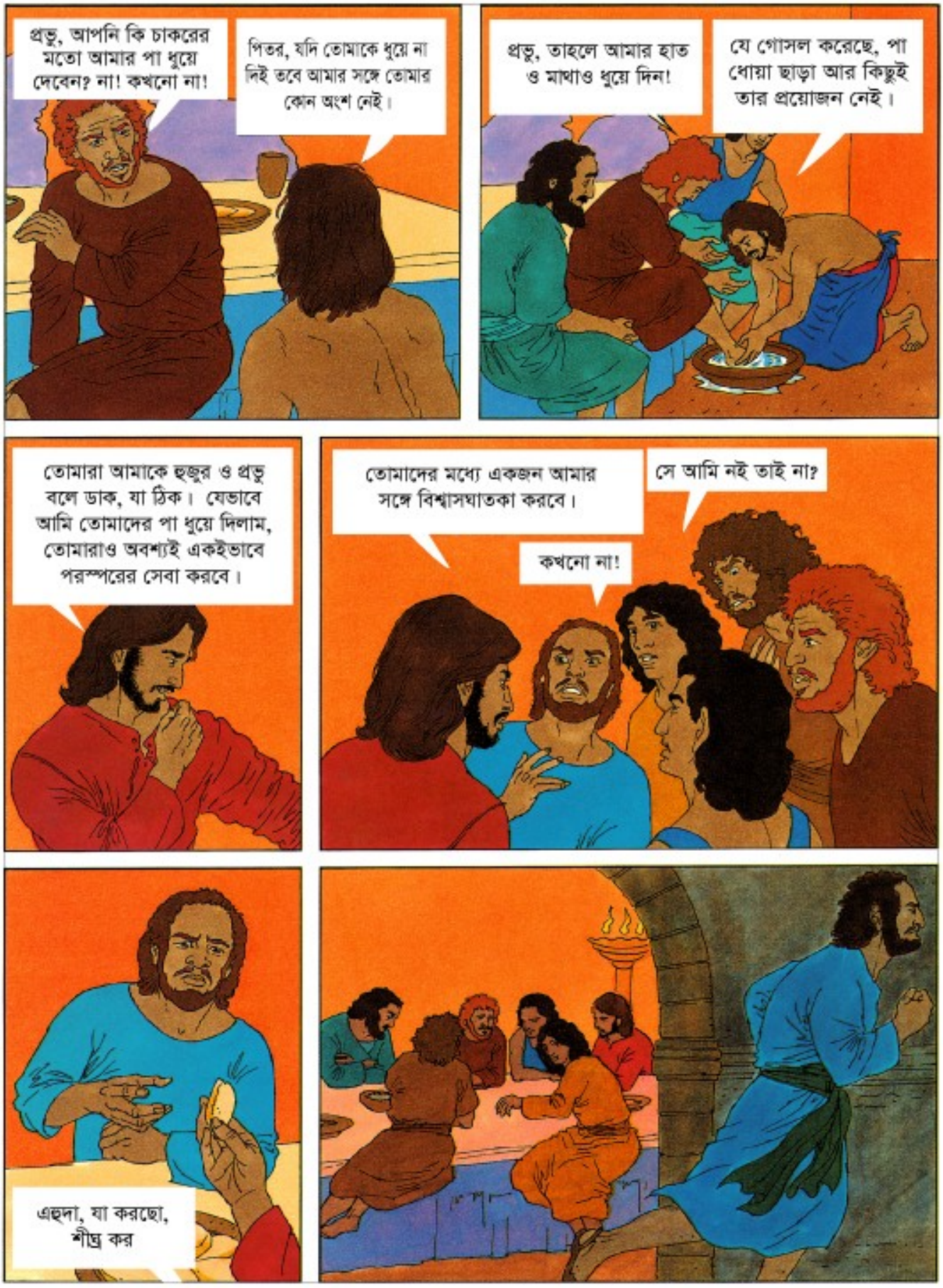
প্রভু, আপনি কি চাকরের মতো আমার পা ধুয়ে দেবেন? না! কখনো না!
পিতর, যদি তোমাকে ধুয়ে না দিই তবে আমার সঙ্গে তোমার কোন অংশ নেই।
প্রভু, তাহলে আমার হাত ও মাথাও ধুয়ে দিন!
যে গোসল করেছে, পা ধোয়া ছাড়া আর কিছুই তার প্রয়োজন নেই।
তোমারা আমাকে হুজুর ও প্রভু বলে ডাক, যা ঠিক। যেভাবে আমি তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তোমারাও অবশ্যই একইভাবে পরস্পরের সেবা করবে।
তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকা করবে।
সে আমি নই তাই না?
কখনো না!
এহুদা, যা করছো, শীঘ্র কর

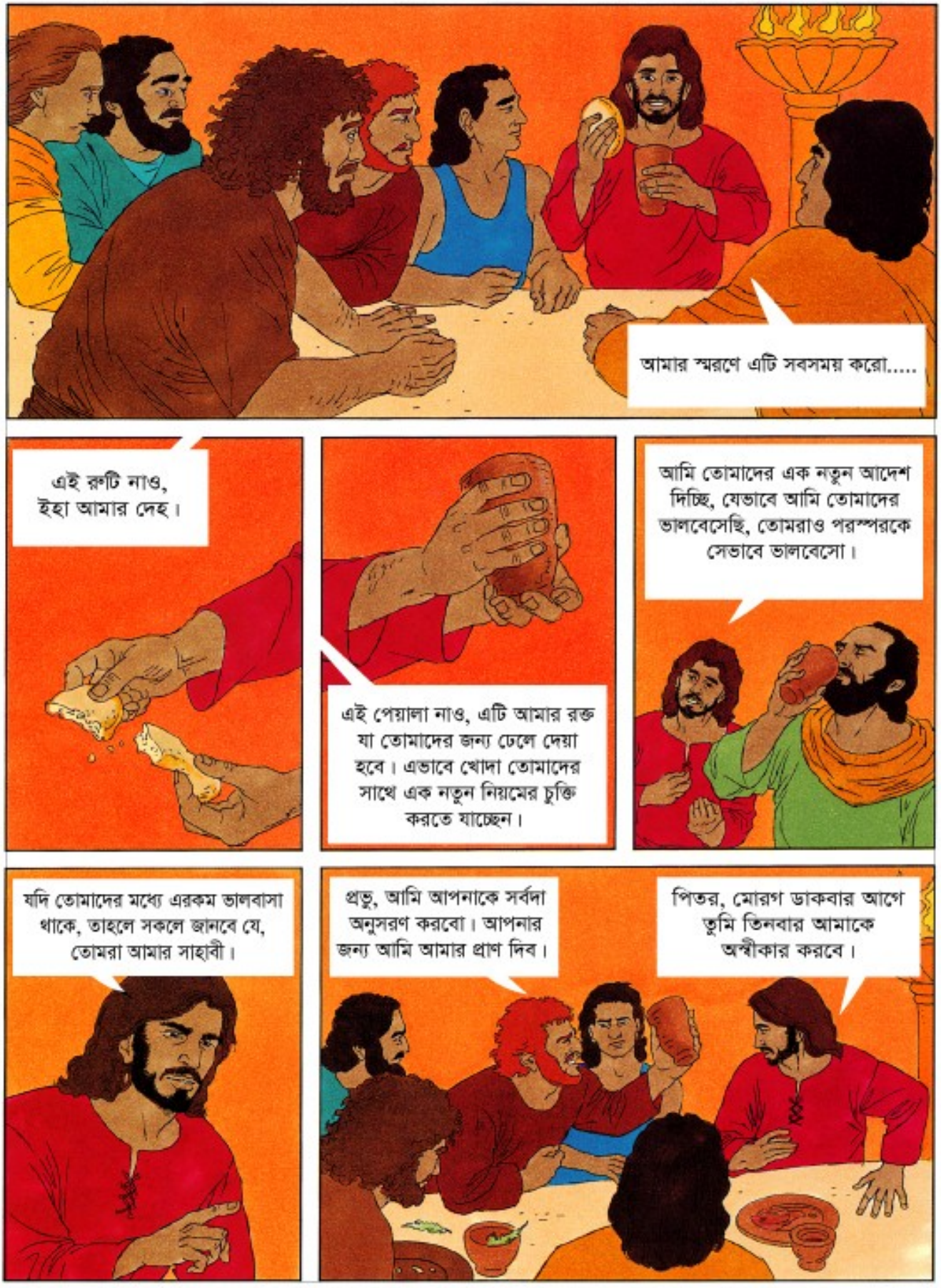
আমার স্মরণে এটি সবসময় করো.....
এই রুটি নাও, ইহা আমার দেহ।
এই পেয়ালা নাও, এটি আমার রক্ত যা তোমাদের জন্য ঢেলে দেয়া হবে। এভাবে খোদা তোমাদের সাথে এক নতুন নিয়মের চুক্তি করতে যাচ্ছেন।
আমি তোমাদের এক নতুন আদেশ দিচ্ছি, যেভাবে আমি তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও পরস্পরকে সেভাবে ভালবেসো।
যদি তোমাদের মধ্যে এরকম ভালবাসা থাকে, তাহলে সকলে জানবে যে, তোমরা আমার সাহাবী।
প্রভু, আমি আপনাকে সর্বদা অনুসরণ করবো। আপনার জন্য আমি আমার প্রাণ দিব।
পিতর, মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।

সেই সন্ধ্যার পর ঈসা এবং তাঁর সাহাবীরা শহর থেকে চলে গেলেন। ঈস্করিয়োতীয় এহুদা তাঁদের সাথে ছিল না ....
আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিন্তু পিতা তোমাদের জন্য পাক-রূহকে পাঠাবেন। তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং সবসময় তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।
আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা তার পথ জান।
আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়ে না আসলে কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না।
তোমরা এখানে থাক। আমি একটু দুরে প্রার্থনার জন্য যাচ্ছি।
পিতা, যদি সম্ভব হয়, আমার কাছ থেকে এই কষ্ট দূর কর।
তবুও আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক!

এরকম সময় তোমরা কিভাবে ঘুমাচ্ছো? উঠ! যে ব্যক্তি আমাকে ধরিয়ে দিবে, সে কাছে এসে গেছে!
আমি যাকে চুম্বন করবো তাঁকে ধরো।
ওহে প্রভু!
এহুদা, তুমি কি মসীহকে চুম্বন করে বিশ্বাসঘাতকতা করছো?
প্রভু, আমরা কি লড়াই করবো?
না!
ঈসা তাঁকে নিয়ে যেতে দিলেন। তাঁর অনুসারীরা চারিদিকে দৌড়ে পালালো।

ইহুদী নেতাদের প্রধান ইমামের নিকট ঈসাকে নিয়ে যাওয়া হলো। পিতর ও ইউহোন্না দূর থেকে তাদের অনুসরণ করছিল।
পিতর উঠানে গেলেন।
তুমিও তো তাঁর সাথে ছিলে?
না! আমি ঐ লোকটাকে চিনি না।
তুমি তাদের একজন, তা-ই না?
অবশ্যই না!
আমি নিশ্চিত! তুমি সেখানে ছিলে! তুমি একজন গালীলীয়!
তুমি কি বলছো, আমি জানি না।

কুক-
কুরুক
কুক।
এরপর.....
এসো, আমাদের ভাববাণী বলো
দেখি! কে তোকে মারলো?
সকালবেলা ঈসাকে ইহুদী নেতাদের বিচারসভায় আনা হলো।
তুমি কি
খোদার পুত্র?
তোমরাই তো
ইহা বলছো।
ধর্মদ্রোহী! সে মৃত্যুই পাবার যোগ্য।
রোমীয়রা যেন তার প্রতি তা করে।

ঈসাকে রোমীয় শাসক পীলাতের নিকট আনা হলো। ইহুদী নেতারা যা দেখেছিল তার সব জানিয়ে দোষারোপ করলো। তারা সমস্ত অভিযোগ তুলে চিৎকার করতে লাগলো।

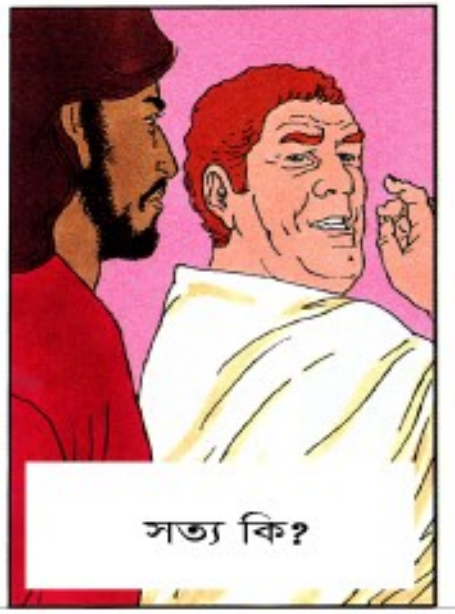

বারাব্বা!
বারাব্বা!
কিন্তু এই ঈসাকে তোমরা আমাকে কি করতে বলো?
তাঁকে ক্রুশে দাও!
সে নিজেকে রাজা মনে করে!
যদি আপনি তাঁকে ছেড়ে দিন তাহলে আপনি সম্রাট কৈসরের বন্ধু নন।
তুমি তাঁর পরিবর্তে মুক্ত হয়ে চলে যেতে পারো।
বারাব্বা মুক্তি পেল। সে একটি রাজনৈতিক খুনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।
... ৩৭, ৩৮, ৩৯!
আমি তাঁর রক্তের জন্য নির্দোষ।
এই ব্যক্তি ইহুদীদের রাজা!

দেখ! লোকটি!
তাঁকে ক্রুশে দাও!
তাঁকে ক্রুশে দাও!
তাঁকে ক্রুশে দাও!

পীলাত মৃত্যুদণ্ডের আদেশে স্বাক্ষর করলেন। ক্রুশবিদ্ধ করা ছিল একটি ভয়ংকর মৃত্যুদণ্ড। ঈসা যিরুশালেমের রাস্তা দিয়ে ক্রুশের অত্যাচারের সেই গাছটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

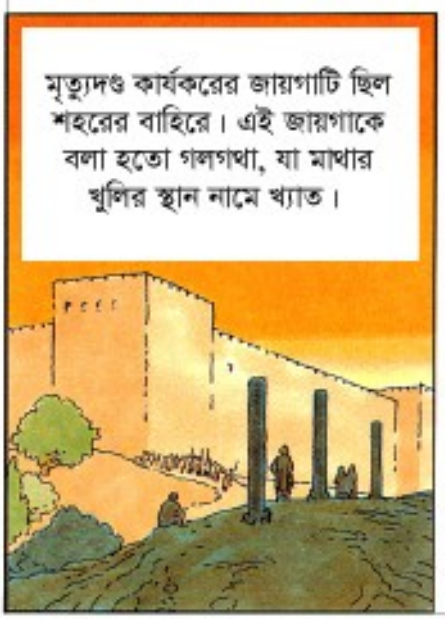
মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জায়গাটি ছিল শহরের বাহিরে। এই জায়গাকে বলা হতো গলগথা, যা মাথার খুলির স্থান নামে খ্যাত।

এখানে সৈন্যরা ঈসাকে ক্রুশে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করছে

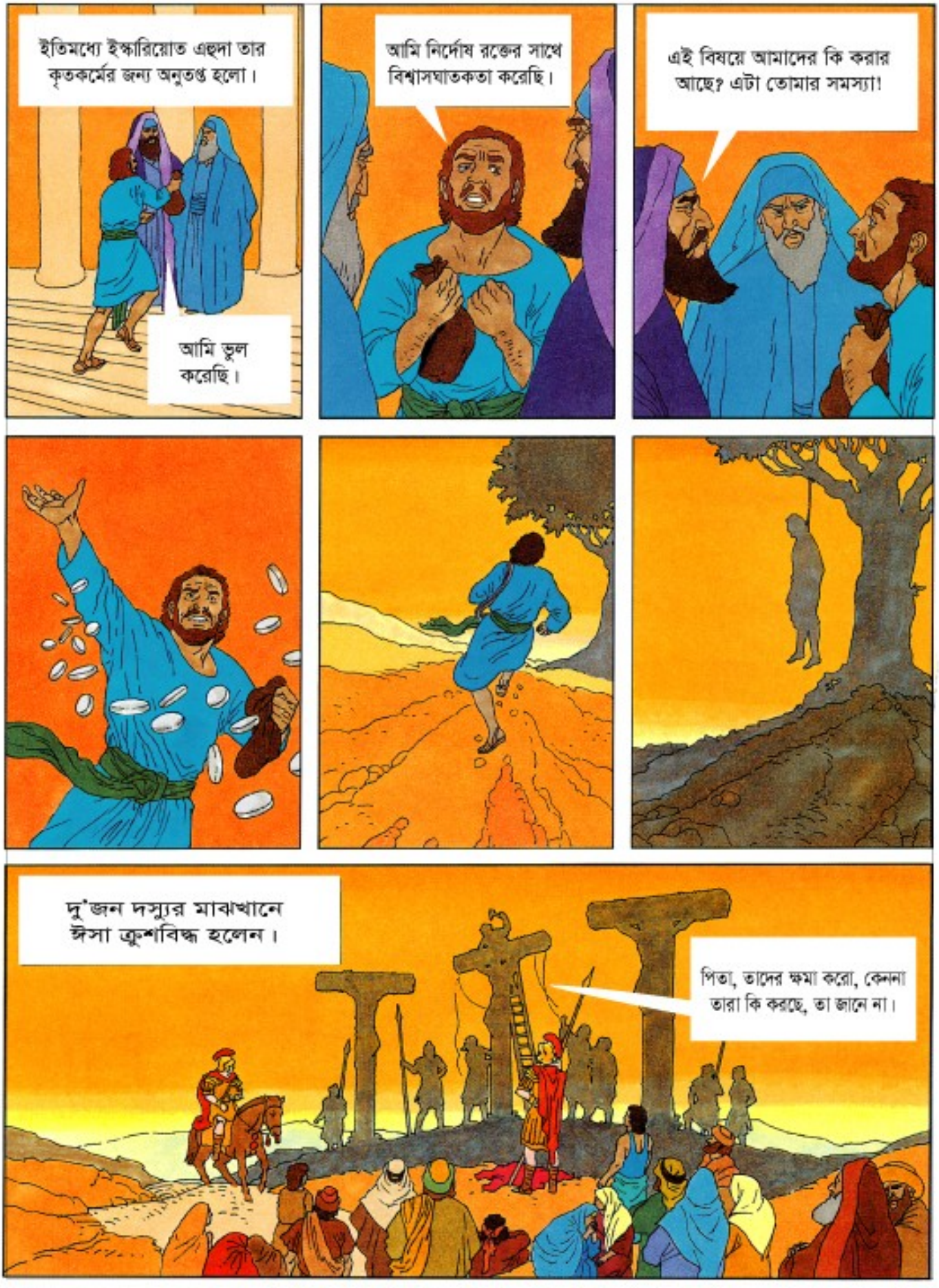
ইতিমধ্যে ইস্কারিয়োত এহুদা তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো।
আমি ভুল করেছি।
আমি নির্দোষ রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।
এই বিষয়ে আমাদের কি করার আছে? এটা তোমার সমস্যা!
দু'জন দস্যুর মাঝখানে ঈসা ক্রুশবিদ্ধ হলেন।
পিতা, তাদের ক্ষমা করো, কেননা তারা কি করছে, তা জানে না।

তিনটি ভাষায় দোষ-নামা লিখে ক্রুশের উপর ঝুলিয়ে দিলো, যেখানে বলা হলো, "এই ব্যক্তি (ঈসা) ইহুদীদের রাজা"।

ঈসা যন্ত্রণানিবারক পানীয় পান প্রত্যাখান করলেন।

সৈন্যরা তাঁর কাপড় গুলিবাঁট করে নিলো।

হ্যাঁ, তিনি কি অন্যান্যকে রক্ষা করেন নি?

তুমি যদি খোদার পুত্র হও, তাহলে ক্রুশ থেকে নেমে এসো!

নিজেকে ও আমাদেরকে রক্ষা করো!

খোদার প্রতি সামান্য সম্মান দেখাও। আমরা আমাদের প্রাপ্য পাচ্ছি কিন্তু এই লোকটি কোন অন্যায় করেন নি।

আপনি যখন আপন রাজ্যে যাবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন!

আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই তুমি পরমদেশে আমার সাথে উপস্থিত হবে।

বেলা অনুমান ১২ ঘটিকায় সূর্য ঢেকে গেল, সমস্ত দেশ অন্ধকারময় হয়ে রইলো।
ঈসার মা মরিয়ম এবং তাঁর সাহাবী ইউহোন্না ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
এখন থেকে তোমরাই মা ও ছেলে।
খোদা আমার, খোদা আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?
আমি.... পিপাসিত
পিতা, আমি তোমার হাতে আমার আত্মা সমর্পন করলাম।
ইহা.... সমাপ্ত হলো।

বিকাল ৩ ঘটিকার সময় ঈসা মৃত্যুবরণ করলেন। একজন সৈন্য এসে ঈসার পাঁজরে খোঁচা মারল; তাতে সেখান থেকে রক্ত ও পানি বের হয়ে আসল।

কিতাবে এই কথা বলা হয়েছে, "তিনি কোরবানিকৃত ভেড়ার মতো হত হলেন।"

"তিনি আমাদের পাপের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলেন।" কিন্তু এখন তিনি মৃত।

যাঁর আসার কথা ছিল তিনি কি সেই মসীহ অথবা নয়?

এসো, গিয়ে জিজ্ঞাসা করি তাঁকে কবরস্থ করা যাবে কি না।

অরিমাথিয়ার ইউসুফ ও নীকদীম ঈসার মৃতদেহ নিলেন। তারা লাশটি সুগন্ধি দ্রব্যের সাথে মসীনার কাপড় দিয়ে বাঁধলেন এবং কবরে রেখে একটি বড় পাথর দিয়ে তা ঢেকে দিলেন।

ঈদুল ফেশাখের একটি অংশ যা বিশ্রামবারের পরের দিন, কয়েকজন শোকার্ত মহিলা সেই বন্ধ করা কবরের কাছে গেলেন ....
পাথরখানা সরানো রয়েছে!
মৃতদের মধ্যে জীবিতের খোঁজ কেন করছো? তিনি উঠেছেন। যাও এবং তাঁর সাহাবীদের জানাও।
পিতর ও ইউহোন্না যখন তা শুনলো তাঁরা দৌড়ে কবরের কাছে গেলো।
কি ব্যাপার?
ইহা সম্পূর্ণ শুন্য!

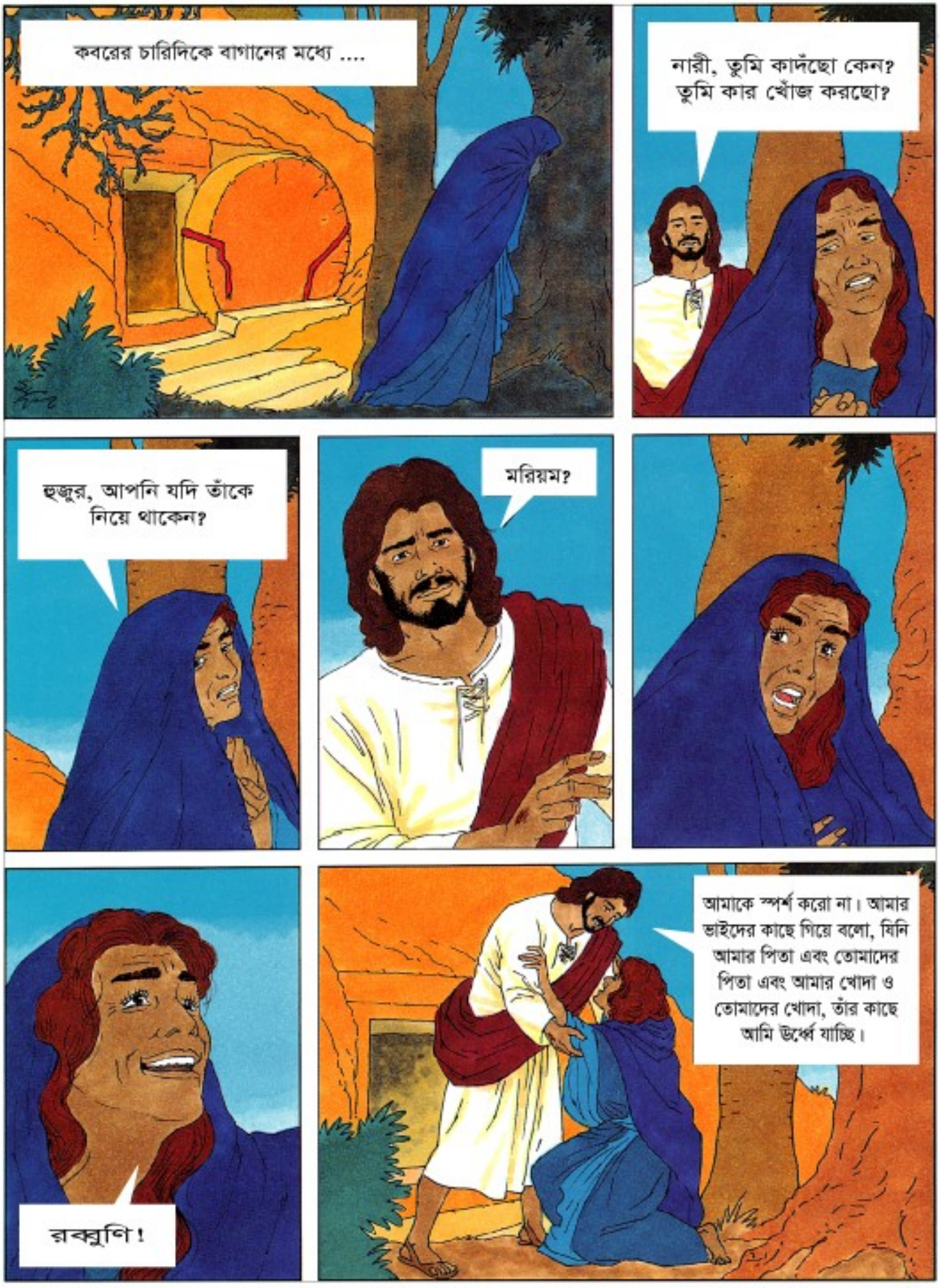
কবরের চারিদিকে বাগানের মধ্যে ....
নারী, তুমি কাঁদছো কেন? তুমি কার খোঁজ করছো?
হুজুর, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে থাকেন?
মরিয়ম?
রব্বুণি!
আমাকে স্পর্শ করো না। আমার ভাইদের কাছে গিয়ে বলো, যিনি আমার পিতা এবং তোমাদের পিতা এবং আমার খোদা ও তোমাদের খোদা, তাঁর কাছে আমি উর্ধ্বে যাচ্ছি।

সেদিন ঈসার দু'জন বিষন্ন অনুসারি পথ চলতে চলতে ঈসার ক্রুশের মৃত্যু বিষয়ে আলোচনা করছিলেন....
তাহলে নবীদের কথা তোমরা বিশ্বাস করছো না? মসীহের কি আবশ্যক ছিল না যে, দুঃখভোগ করেন ও আপন প্রতাপে প্রবেশ করেন? এ সমস্ত বিষয় কিতাবে লেখা আছে!

খাওয়ার সময় হঠাৎ অতিথি উধাও....
কিন্তু তিনি ছিলেন ঈসা নিজে!

তারা তৎক্ষনাৎ ঈসার অন্য অনুসারীদের খোঁজে চলে গেল।
আমরা প্রভুকে দেখেছি!
মরিয়ম ও পিতরও সেখানে ছিলেন।

হঠাৎ....
আমি তোমাদের শান্তি কামনা করি!

তোমাদের কি বিশ্বাস হচ্ছে না যে এটা আমি? আমার হাত এবং পা দেখ!

প্রভু আমার, খোদা আমার!

পরবর্তী ৪০ দিন যাবত ঈসা তাঁর সাহাবীদের দেখা দিলেন। তিনি একসাথে ৫০০শত লোককে দেখা দিলেন। একদিন সাহাবীদের কয়েকজন গালীল নদীতে মাছ ধরতে ছিলেন....

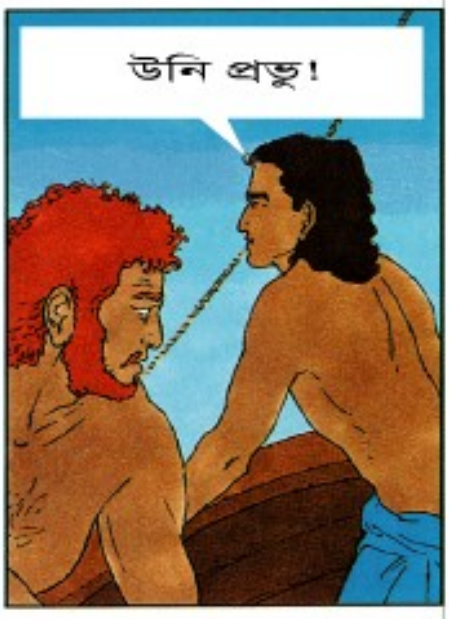

পিতর, তুমি কি আমাকে সত্যি ভালবাস?
ঈসা একই প্রশ্ন পিতরকে তিনবার করলেন....
হ্যাঁ, প্রভু; আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি।
আমার ভেড়াগুলোকে পালন কর।
আমাকে অনুসরণ কর!
বেহেস্তে ও দুনিয়াতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে সাহাবী কর; পিতার ও পুত্রের ও পাক-রূহের নামে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দাও; আমি তোমাদেরকে যা যা হুকুম করেছি, সেসব পালন করতে তাদেরকে শিক্ষা দাও।
স্মরণ রেখ, আমিই যুগের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সাথে সাথে আছি।
এসকল কথা বলার পরে ঈসা পৃথিবী ছেড়েছেন এবং তাঁকে বেহেস্তে তুলে নেয়া হলো। কিন্তু তিনি একথাও বলে গেছেন যে, তিনি সকল মানুষের বিচারের জন্য পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসবেন।

তাঁর সাহাবীরা যিরুশালেমে অপেক্ষা করছেন এবং প্রার্থনা করছেন। পাক-রূহ, খোদার রূহ তাঁদের পূর্ণ করলেন। একই রূহ যা ঈসার সাথে ছিলেন আর এখন তা তাঁদের মধ্যে বাস করছেন। তিনি তাঁদেরকে নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন যাঁরা ঈসা সম্পর্কে শক্তিশালীভাবে সাক্ষ্য বহন করবেন।

এখন ঈসার অনুসারীরা সমস্ত পৃথিবীতে একসাথে প্রার্থনা ও কিতাব পাঠে মিলিত হয়। ঈসার মৃত্যুর স্মরণার্থে তারা নিজেদের মধ্যে রুটি ভাঙ্গায় এবং দ্রাক্ষরস পানে নিবিষ্ট থাকেন। এটিই খোদার ইচ্ছা যেন তাদের হৃদয়ে খোদার যে ভালবাসা আছে তা যেন তাদের চর্তুদিকে যারা আছেন তাদের সকলের সাথে ভাগ করেন।

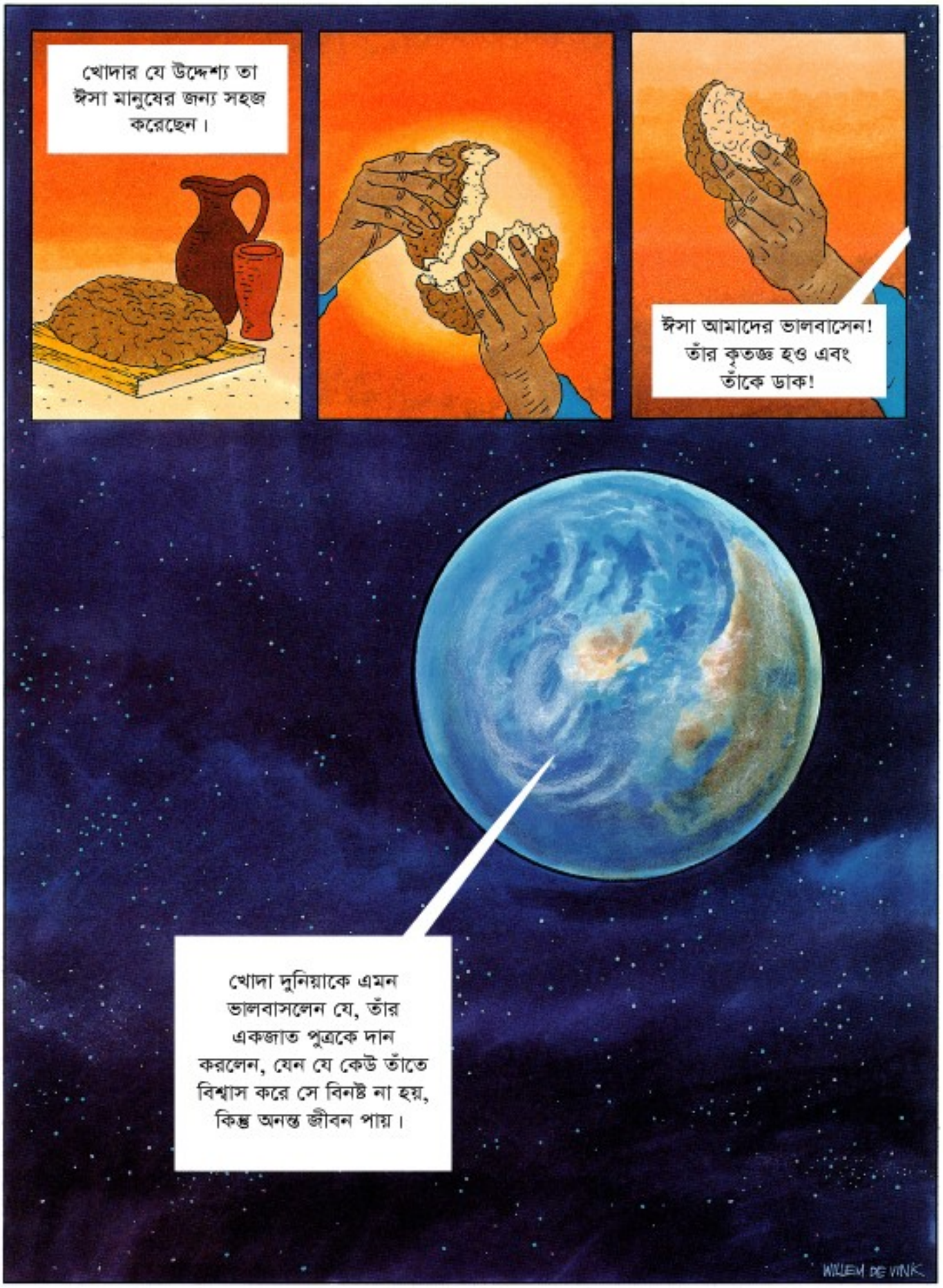

খোদার যে উদ্দেশ্য তা ঈসা মানুষের জন্য সহজ করেছেন।
ঈসা আমাদের ভালবাসেন! তাঁর কৃতজ্ঞ হও এবং তাঁকে ডাক!
খোদা দুনিয়াকে এমন ভালবাসলেন যে, তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
WILLEM DE VINK

বিষয়গুলো কি....

ফেরেস্তা ঃ খোদার এক অদৃশ্য বার্তাবাহক। (পৃষ্ঠা-৫)

রহমত ঃ সকল ভাল জিনিষ খোদা মানুষকে দিতে চায়, যা তিনি চান তা যদি তারা করে।

আসমানি কিতাব ঃ কিতাবের মধ্যে আপনি পড়তে পারবেন – খোদা মানুষকে কেমনভাবে দেখেন এবং তাদের সাথে আচরণ করেন।

প্রভুর ভোজ ঃ রুটি ও আঙ্গুর রসের মাধ্যমে হযরত ঈসার অনুসারিগণ তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয় স্মরণ করেন। (পৃষ্ঠা-৪১)

ক্রুশ ঃ একটি অত্যাচারের যন্ত্র যাতে ঈসা মৃত্যুবরণ করতে গিয়েছিলেন নিজের আত্মত্যাগের মাধ্যমে। হযরত ঈসার অনুসারিদের জন্য এটি একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। (পৃষ্ঠা – ২৫ ও ৫০)

সাহাবী ঃ হযরত ঈসার অনুসারীগণ (পৃষ্ঠা -১৮)

ইস্টার ঃ মহাভোজ যা হযরত ঈসার পুনরুত্থান উপলক্ষে করা হয়। একই দিন ইহুদীরা ঈদুল ফেসাখ উদ্‌যাপন করে থাকে (পৃষ্ঠা-৩৮-৫৪)

অনন্ত জীবন ঃ হযরত ঈসার সাথে জীবন-যাপন যা খোদার ইচ্ছা। ইহা মৃত্যুকে জয় করতে পারে এবং যার কোন শেষ নাই। (পৃষ্ঠা – ২৩, ২৯ - ৩০ ও ৫৯)

বিশ্বাস ঃ খোদা যা করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি তা করবেন সে বিষয়ে আপনার আস্থা রাখা (পৃষ্ঠা -৫৮)।

ক্ষমা ঃ খোদা ক্ষমা করেন, যদিও এজন্য কেউ উপযুক্ত নয়। খোদা আপনাকে ক্ষমা করবেন, যদি আপনি সত্যই পাপের জন্য দুঃখিত হোন এবং নিজেকে পরিবর্তন করেন। ক্ষমা করা সম্ভব কারণ আমরা যে শাস্তি পাবার যোগ্য তা হযরত ঈসা নিজে গ্রহন করেছেন (পৃষ্ঠা -৫৮)।

খোদার রাজত্ব ঃ খোদার রাজত্ব সেখানেই উপস্থিত হয়, যেখানে মানুষ তাঁর বাধ্য হয় ।

পাক্-রূহ ঃ সেই সব মানুষের মধ্যে খোদার রূহ অবস্থান করছে, যারা হযরত ঈসাকে অনুসরণ করেন। (পৃষ্ঠা - ৫৮)

হযরত ঈসা ঃ খোদার পুত্রের নাম। অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা খোদা।

মসীহ ঃ অভিষিক্ত রাজা। মসীহ (একটি হিব্রু শব্দ) যা গ্রীক ভাষায় বলা হয় খ্রীষ্ট (পৃষ্ঠা-৫২-৫৫)।

প্রার্থনা ঃ আপনি খোদার সাথে কথা বলুন, নিঃশব্দে বা জোরে এবং আপনি তাঁর কথা শুনেন। (পৃষ্ঠা-১৮,১৯, ৪২)

পুনরুত্থান ঃ ঈসা মৃত্যু থেকে জেগে উঠেছিলেন। একদিন প্রত্যেকেই মৃত্যু থেকে জেগে উঠবে। তারপর খোদা প্রত্যেক মানুষের বিচার করবেন। (পৃষ্ঠা ৫৩ - ৫৭)

পুনরাগমন ঃ সবকিছুই নুতন হবে যখন ঈসা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। বেহেস্ত ও পৃথিবী খোদা নতুন করে দেবেন। (পৃষ্ঠা ৫৭)

শয়তান ঃ খোদা ও মানুষের অদৃশ্য শত্রু (দুষ্ট হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে।)

পাপ ঃ কোন কিছু যা আমরা খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করি এবং যা আমাদেরকে খোদা নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছাতে বাঁধা দেয়। (পৃষ্ঠা - ৪)।

খোদার পুত্র ঃ হযরত ঈসার নাম। তিনি খোদা ছিলেন যিনি পৃথিবীতে মানবদেহ ধারণ করে খোদার পুত্র হিসেবে এসেছিলেন।

হযরত ঈসা মসীহ্

হযরত ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে এটি একটি সত্য কাহিনী। প্রায় ২০০০ বছর আগে তিনি ইস্রায়েলে বাস করতেন। যারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছে তারা প্রত্যেকে আশ্চর্য হয়েছে। তিনি যা করেছেন তা কেউ কখনও করতে পারেনি। তিনি যা যা বলেছেন তা কেউ বলতে পারেনি। ঈসা যেখানেই ছিলেন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। যারা তাঁর কথা যত্নসহকারে শুনেছে তাদের মধ্যে তিনি আনন্দ ও সুখ নিয়ে এসেছেন। যদিও হঠাৎ করে এর সমাপ্তি ঘটলো। তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করেছিল। কিন্তু সেটা শেষ ছিল না। ইহা কিভাবে ঘটেছিল তা আপনি নিজে পড়ুন এবং দেখুন কিভাবে হযরত ঈসা মসীহের কাহিনী চলমান আছে!

Language: Bangla(M)
ISBN: 978-984-33-6708-2

আসমানি কিতাবসমূহ (তৌরাত, যবুর, নবীদের কিতাব ও ইঞ্জিল শরীফ)

হযরত ঈসা মসীহের জীবনের ঘটনাবলী কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করা আছে। এই কিতাবসমূহ থেকে অন্য কোন কিতাব এতবেশী পঠিত হয়নি। এটি হলো সমস্ত পুস্তকের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি পুস্তক। প্রায় ১৫০০ বছর প্রয়োজন হয়েছিল এই কিতাবগুলো লিখতে। প্রায় ১৯০০ বছর আগে এই কিতাবসমূহ লেখা শেষ হয়েছিল। এই কিতাবসমূহের মধ্যে খোদা কিভাবে মানুষের জীবনের সাথে সংযুক্ত হয়েছিলেন সেবিষয়ে সমস্ত রকমের ঘটনাবলী উল্লেখ করা আছে। খোদা কে তা হযরত ঈসা মসীহের জীবনী স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

হযরত ঈসার ইতিহাস

ইঞ্জিল শরীফে চারটি খণ্ড রয়েছে যেখানে হযরত ঈসা মসীহের জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই খণ্ডগুলোর নাম লেখকগণের নামানুসারে রাখা হয়েছে। এই লেখকগণ হযরত ঈসা মসীহের সময়কালীন সময়ে জীবিত ছিলেন।

1. gw_ – তিনি একজন হযরত ঈসার সাহাবী ছিলেন। তিনি একজন খাজনা আদায়কারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন, কিভাবে হযরত ঈসা বণী-ইস্রায়েলের (ইহুদী জাতি) সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।

2. gvK© – যখন হযরত ঈসা তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন তখন মার্ক ছিলেন একজন যুবক। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে হযরত ঈসা যে সমস্ত অলৌকিক কাজ সাধন করেছিলেন সে বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।

3. j~K – তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক। তিনি ঈসা মসীহকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন না। হযরত ঈসা মানুষের সাথে কিভাবে সংযুক্ত হয়েছিলেন সেই বিষয়ে লূক বর্ণনা করেছেন।

4. BD‡nvboev – তিনিও একজন হযরত ঈসা মসীহের সাহাবী ছিলেন। সত্যিকার ভাবে ঈসা মসীহ কে ছিলেন তিনি প্রধানত সেই বিষয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন। ঈসা মসীহ ছিলেন খোদা, যিনি মানুষ হয়ে মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন।

হযরত ঈসার জন্ম

যখন হযরত ঈসা জন্মগ্রহণ করেন তখনও তাঁর মা মরিয়মের বিবাহ হয়নি। তিনি তখনও কুমারি ছিলেন। তথাপি হযরত ঈসার জন্মের সব আয়োজন খোদা ঠিক করে রেখেছিলেন। এরকম অলৌকিক জন্মের কথা হযরত ঈসার সময়ের অনেক আগে নবীদের মাধ্যমে তিনি ঘোষনা করেছিলেন। হযরত ঈসা মসীহ একজন নায়ক বা বিশেষ কোন কিছুর মতো জন্ম গ্রহন করেননি। তিনি এমন একজায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে থাকবার জন্য কোন ঘর ছিল না।

হযরত ঈসার অলৌকিক কাজ

হযরত ঈসা মসীহ অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন। ইঞ্জিল শরীফে ৪০টির বেশী আরোগ্যদান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এসমস্ত অলৌকিক কাজের মাধ্যমে তিনি খোদার ক্ষমতা এবং ভালবাসা দেখিয়েছিলেন। একই সাথে তিনি মানুষকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাদের খুশি করেছিলেন।

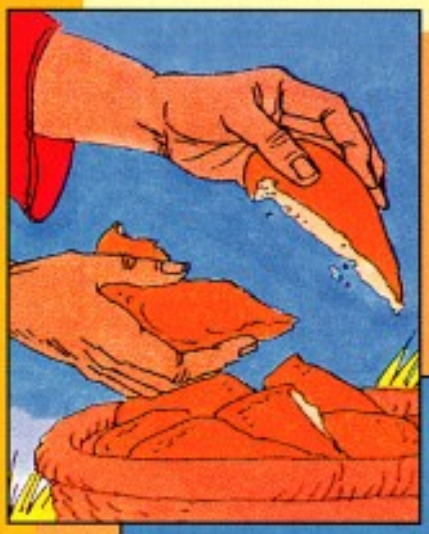

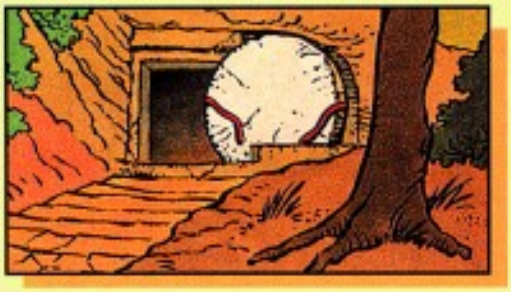

হযরত ঈসার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান

হযরত ঈসা কেন মৃত্যুবরণ করেছিলেন? এর ব্যাখা কিতাবে দেয়া আছে।

যে কোন সময় সমস্ত মানুষ ভুল করে থাকে। যে সমস্ত বিষয় খোদা চান না এবং যে সব বিষয় তাঁকে দুঃখিত বা রাগান্বিত করেন। সেই সকল বিষয়কে পাপ বলা হয়। ঐ সমস্ত পাপ মানুষকে খোদার বন্ধুত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেই কারণেই হযরত ঈসা জগতে এসেছিলেন। তিনি স্ব-ইচ্ছায় আমাদের পাপের শাস্তি নিজে বহন করলেন। সেই শাস্তি ছিল মৃত্যু। যখন থেকে হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করলেন তখন থেকেই আমরা পুনরায় খোদার বন্ধু হতে পেরেছি। কিন্তু আমরা যে সকল ভুল করেছি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।

হযরত ঈসা সেই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। খোদা পুনরায় তাঁকে জীবন দিয়েছিলেন। এরদ্বারা খোদা দেখালেন যে, তিনি মৃত্যু থেকেও অনেক বেশী ক্ষমতাশালী।

হযরত ঈসা মসীহ জীবিত অবস্থায় এখন খোদার সাথে আছেন। আর তিনি যেহেতু এখনও জীবিত আছেন, সেহেতু সবসময় তিনি আমাদের বন্ধু হতে পারেন। জীবনকে যেভাবে পরিচালনা করলে খোদা আনন্দিত হোন সেরকম জীবন যাপন করতে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করতে চান।

প্রার্থনা

যদি আপনি আপনার কৃত ভুল গুলোর জন্য দুঃখিত হয়ে থাকেন এবং যদি আপনি খোদার বন্ধু হতে চান, তাহলে আপনি নীচের প্রার্থনার মতো করে প্রার্থনা করতে পারেনঃ
"প্রিয় খোদা, তুমি আমাকে ভালবাস।
তোমার একমাত্র পুত্র হযরত ঈসা মসীহকে পাঠিয়েছ।
আমি জীবনে যতরকম ভুল করেছি তার জন্য তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন।
আমি যত রকম ভুল করেছি তা দয়াকরে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আমার ভুলের জন্য দুঃখিত।
হযরত ঈসা মসীহ যে আমার পাশে আছেন, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।
আমি সবসময় তোমার থাকতে চায়।
তুমি যেভাবে চাও, সেভাবে জীবন যাপন করতে আমাকে কি সাহায্য করবে?
তুমি কি সবসময় আমার পাশে থাকবে?
আমার প্রার্থনার উত্তর দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।
তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছ তা আমার জন্য করো!"

হযরত ঈসা মসীহ্

হযরত ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে এটি একটি সত্য কাহিনী। প্রায় ২০০০ বছর আগে তিনি ইস্রায়েলে বাস করতেন। যারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছে তারা প্রত্যেকে আশ্চর্য হয়েছে। তিনি যা করেছেন তা কেউ কখনও করতে পারেনি। তিনি যা যা বলেছেন তা কেউ বলতে পারেনি। ঈসা যেখানেই ছিলেন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। যারা তাঁর কথা যত্নসহকারে শুনেছে তাদের মধ্যে তিনি আনন্দ ও সুখ নিয়ে এসেছেন। যদিও হঠাৎ করে এর সমাপ্তি ঘটলো। তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করেছিল। কিন্তু সেটা শেষ ছিল না। ইহা কিভাবে ঘটেছিল তা আপনি নিজে পড়ুন এবং দেখুন কিভাবে হযরত ঈসা মসীহের কাহিনী চলমান আছে!

Language: Bangla(M)
ISBN: 978-984-33-6708-2